এস এস সি ব্যবসায় উদ্যোগ

অধ্যায়-৭: বাংলাদেশের শিল্প

প্রশ্ন ▶১ সাভারে জনাব মফিজের একটি জুতা তৈরির কারখানা রয়েছে। তার কারখানায় মোট ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১৫০ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য তার কারখানাকে আরো আধুনিকায়ন করতে চান। এজন্য তার আরো ২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ১৫০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। *[সকল বোর্ড ২০১৮ ●প্রশ্ন-৭]*

ক. উৎপাদনমুখী শিল্প কী? ১

খ. সর্বোচ্চ ১০ জন জনবলবিশিষ্ট শিল্পটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মফিজের প্রথম পর্যায়ের শিল্প কারখানাটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব মফিজের শিল্পটি আধুনিকায়ন করার জন্য কোন শিল্পের কথা ভাবছেন? তার এরূপ ভাবার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত করা হয়, তাকে উৎপাদনমুখী শিল্প বলে।

সহায়ক তথ্য

বস্ত্র, চিনি, সার, সিমেন্ট, চামড়া শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমুখী শিল্পের উদাহরণ।

খ সর্বোচ্চ ১০ জনবলবিশিষ্ট শিল্পটি হলো কুটির শিল্প।

এ শিল্পে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়াও স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার কম থাকে। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সহায়তায় এ শিল্প পরিচালিত হয়। ছোট জায়গা, স্বল্প মূলধন ও কারিগরি জ্ঞান নিয়ে সহজেই কুটির শিল্প স্থাপন করা যায়। মৃৎ শিল্প, হস্ত শিল্প ও ঝিনুক শিল্প প্রভৃতি কুটির শিল্পের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জনাব মফিজের প্রথম পর্যায়ের কারখানাটি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এ শিল্প পণ্যসামগ্রী তৈরি বা প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত। উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন হয়। আবার, এ শিল্পে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

উদ্দীপকের জনাব মফিজের সাভারে একটি জুতা তৈরির কারখানা রয়েছে। কারখানাটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। তার কারখানায় স্থায়ী সম্পদসহ মোট ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে কারখানার কাজ পরিচালনার জন্য মোট ১৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। বিনিয়োগ ও শ্রমিক সংখ্যার দিক দিয়ে এর উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের মিল আছে। তাই বলা যায়, জনাব মফিজের কারখানাটি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব মফিজের শিল্পটি আধুনিকায়ন করার জন্য উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের কথা ভাবছেন।

এ শিল্পে ৩০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হয়। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনেরও বেশি শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। এ শিল্প আকারে বড় হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও বেশি হয়।

উদ্দীপকের জনাব মফিজ একটি মাঝারি আকারের জুতা শিল্প গড়ে তুলেছেন। তিনি ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এর আধুনিকায়ন করতে চান। এজন্য তাকে আরও ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ১৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত করতে হবে। এতে তার ব্যবসায়টি বৃহৎ শিল্পে পরিণত হবে।

জুতার কারখানাটি বৃহৎ শিল্পে পরিণত হলে জনাব মফিজ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবেন। এছাড়া, তিনি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারবেন। আবার, ব্যবসায়টি আধুনিকায়ন হলে পণ্যের গুণগত মান বাড়বে। এতে দেশি ও বিদেশি ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়বে। ফলে জুতা বিক্রির পরিমাণ বাড়বে। এতে মুনাফা অর্জনও বেশি হবে। তাই বলা যায়, জনাব মফিজ বৃহৎ শিল্প গড়ে তুললে তা ব্যবসায়ের স্বার্থে যথার্থ হবে।

প্রশ্ন ▶২ P ও Q শিল্পের বিভিন্ন তথ্য চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

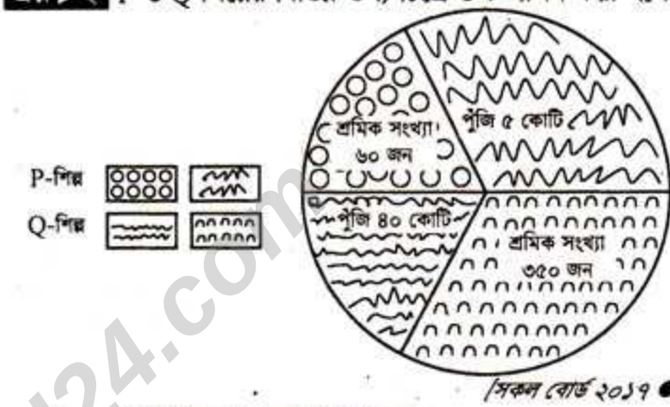

[সকল বোর্ড ২০১৭ ●প্রশ্ন-৭]

ক. কুটির শিল্প প্রধানত কী ভিত্তিক? ১

খ. উৎপাদনমুখী শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে P শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'Q' শিল্পটি স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে'— মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্প প্রধানত পরিবারভিত্তিক।

খ যে শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত করা হয়, তাকে উৎপাদন শিল্প বলে। পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংযোজন এবং আবার উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়া বিষয়ক সব প্রকার শিল্প উৎপাদনমুখী শিল্পের অন্তর্গত। বস্ত্র, চিনি, সার, সিমেন্ট, চামড়া শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমুখী শিল্পের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের P চিহ্নিত শিল্পটি উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এ শিল্পে সাধারণত ২৫-৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে। উদ্দীপকে P ও Q চিহ্নিত দুই ধরনের শিল্প রয়েছে। P চিহ্নিত শিল্পটিতে বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। এছাড়া এখানে ৬০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, বিনিয়োগকৃত অর্থ ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় P চিহ্নিত শিল্পটি উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের 'Q' চিহ্নিত শিল্পটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত, যা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বাড়বে।

উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পে ৩০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হয়। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৫০ জনেরও বেশি শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। এ শিল্প আকারে বড় হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও বেশি হয়। সাধারণত সার, বস্ত্র ও পাটজাত শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের আওতাভুক্ত। উদ্দীপকের 'Q' চিহ্নিত শিল্পটিতে ৪০ কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া এখানে ৩৫০ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। শিল্পটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের আওতাভুক্ত।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের Q শিল্পটির মূলধনের পরিমাণ এবং শ্রমিক সংখ্যা ক্ষুদ্র (মূলধন ৫০ লক্ষ-১০ কোটি টাকা; শ্রমিক সংখ্যা ২৫-৯৯ জন) ও মাঝারি শিল্পের (মূলধন ১০-৩০ কোটি টাকা; শ্রমিক সংখ্যা ১০০-২৫০ জন) চেয়ে বেশি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও দেশের উৎপাদন বাড়ায়। তবে বৃহৎ শিল্পের মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বেশি হওয়ায় এ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি হয়। এ ধরনের বৃহৎ আকারের শিল্প একত্রিতভাবে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায়। অতএব, এসব শিল্প বেশি স্থাপন করা হলে দেশের উৎপাদনও বাড়বে।

প্রশ্ন ▶ ৩ কাঁচামালের সহজলভ্যতার কথা চিন্তা করে বান্দরবানের শান্তি চাকমা গৃহস্থালী উপকরণ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একটি এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেতের ঝুড়ি ও বাঁশের চাটাই তৈরি করে তা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে উপার্জন শুরু করেন। এ কাজে তার পরিবারের সদস্যরাও তাকে সাহায্য করে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় এখন তিনি শৌখিন জিনিস উৎপাদন করছেন। *[সকল বোর্ড ২০১৬ ● প্রশ্ন-৬]*

ক. প্রকল্প নির্বাচনের পদ্ধতি কয়টি? ১
খ. উৎপাদনমুখী শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শান্তি চাকমার শিল্পটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বান্দরবানের মতো অনুন্নত জেলার উন্নয়নে শান্তি চাকমার শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকল্প নির্বাচনের পদ্ধতি হলো দু'টি।

সহায়ক তথ্য

প্রকল্প নির্বাচনের দু'টি পদ্ধতি হচ্ছে: ১.ম্যাক্রোস্কিনিং ও ২.মাইক্রোস্কিনিং।

খ শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করাই হলো উৎপাদনমুখী শিল্প।
পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং আবার উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সব কাজই উৎপাদনমুখী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এ শিল্পে কাঁচামালকে পরিবর্তন করে নতুন পণ্যে রূপান্তর করা হয়।

গ উদ্দীপকের শান্তি চাকমার শিল্পটি হলো একটি কুটির শিল্প।
এ শিল্প পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্বল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনে এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে। জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া এর স্থায়ী সম্পদের মূল্য (প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ) ৫ লক্ষ টাকার কম হয়।
উদ্দীপকের শান্তি চাকমা একটি এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিবারের সহযোগিতায় বেতের ঝুঁড়ি ও বাঁশের চাটাই তৈরি করেন। তৈরি করা পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। এ শিল্পে শান্তি চাকমাকে তার পরিবারের সদস্যগণ সাহায্য করে। তার শিল্পের মূল উপকরণ হলো– বাঁশ ও বেত। এর সাথে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। সুতরাং, শিল্পের ধরন ও প্রকৃতি বিচারে শান্তি চাকমা কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন।

ঘ বান্দরবানের মতো অনুন্নত জেলার উন্নয়নে উদ্দীপকের শান্তি চাকমার কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
এ শিল্প পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত চেষ্টা ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকলে সহজেই যে কেউ গঠন করতে পারে। কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে।
উদ্দীপকের শান্তি চাকমা কাঁচামালের সহজলভ্যতার কারণে বান্দরবানে বেতের ঝুঁড়ি ও বাঁশের চাটাই তৈরির কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন। তিনি নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। পরে বেশি মুনাফার আশায় তিনি শৌখিন জিনিসও উৎপাদন শুরু করছেন।
শান্তি চাকমার এ সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তার এবং পরিবারের সদস্যদের আর্থিক উন্নতি হবে। শান্তি চাকমাকে অনুকরণ করে বান্দরবানের অন্যান্য বেকার যুব সমাজ এ ধরনের সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করলে বান্দরবানের মতো অনুন্নত জেলার ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। এভাবে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করে তারাও নিজেদের পরিবারের আর্থিক কল্যাণ করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ জনাব সজল তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শোপিস, ফুলদানি তৈরি করেন এবং নিজের দোকানেই সেগুলো বিক্রি করেন। অন্যদিকে জনাব আবির ১১৫ জন শ্রমিক নিয়ে চামড়ার তৈরি জুতা, ব্যাগ তৈরি করেন। তার তৈরিকৃত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও রপ্তানি করা হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৫ ● প্রশ্ন-৫]*

ক. ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানকে কী বলে? ১
খ. বৃহৎ শিল্প কাকে বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব সজলের স্থাপিত শিল্পের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনাব আবিরের শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানকে মোট লাভ বা ক্ষতি বলে।

খ বৃহৎ শিল্প হলো বৃহৎ পুঁজি, ব্যাপক জনশক্তি, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার সমষ্টি।
উৎপাদনমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৩০ কোটি টাকার বেশি হয়। এক্ষেত্রে ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকে। অন্যদিকে সেবামূলক বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্য ও প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার বেশি হয় এবং ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত থাকে।

গ উদ্দীপকের জনাব সজলের স্থাপিত শিল্পটি হলো কুটির শিল্প।
এ শিল্প পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্বল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনে এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে। জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া এর স্থায়ী সম্পদের মূল্য (প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ) ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। কুটির শিল্পে পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ জনবল ১০ জনের বেশি হয় না।
উদ্দীপকের জনাব সজল তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শো-পিস, ফুলদানি তৈরি করেন এবং তা নিজের দোকানে বিক্রি করেন। এসব সামগ্রী মৃৎ কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। জনাব সজলের শিল্পটিও পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটি কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যের আওতায় পড়ে। তাই, জনাব সজলের স্থাপিত শিল্পটি পণ্যের ধরন ও জনবল বিবেচনায় কুটির শিল্প।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনাব আবিরের উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এ শিল্পে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ কোটি থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত হয়। এতে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকে। সঞ্চয় বাড়ানো, কর্মসংস্থান তৈরি, স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এরূপ শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উদ্দীপকের জনাব আবিরের প্রতিষ্ঠানে ১১৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। তিনি চামড়ার দিয়ে জুতা ও ব্যাগ তৈরি করেন। তার তৈরিকৃত এসব পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও রপ্তানি করা হয়।
জনাব আবিরের স্থাপিত এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এতে কর্মীরা নিজেদের ও পরিবারের আর্থিক কল্যাণে সাহায্য করতে পারছে। ফলে কর্মীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হচ্ছে। আবার, তৈরিকৃত পণ্যের মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। আবার, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও বাড়ছে। এছাড়া, পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। এতে শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। সুতরাং, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৫ জনাব রাসেল ১০ বছর জাপান থাকার পর দেশে ফিরে ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১৫০ জন শ্রমিক নিয়োগে একটি আমের জুস তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি জুস তৈরির জন্য কারখানাটি রাজশাহীতে স্থাপন করলেন। এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-৬]

ক. ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১

খ. প্রাইভেট ও পাবলিক লি. কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. জনাব রাসেল কোন ধরনের শিল্প স্থাপন করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রাসেলের রাজশাহীতে শিল্প কারখানা স্থাপনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবস্থাপনা হলো অন্যের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।

খ প্রাইভেট ও পাবলিক লি. কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
১. যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।	১. যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।
২. এ ধরনের কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে না।	২. এ ধরনের কোম্পানি অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে।

গ উদ্দীপকের জনাব রাসেল উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প স্থাপন করেন।

এ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা হয়। এ ধরনের শিল্পে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে।

জনাব রাসেল আমের জুস তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানাটিতে আম থেকে জুস তৈরি করা হয়। অর্থাৎ এটি একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান। তিনি কারখানাটি স্থাপনে ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। আবার, প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মাঝারি শিল্পের মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রাসেল উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প স্থাপন করেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রাসেলের রাজশাহীতে শিল্প কারখানা স্থাপন কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনায় সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠায় কাঁচামালের সহজলভ্যতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়।

উদ্দীপকের জনাব রাসেল জাপান থেকে দেশে ফিরে একটি আমের জুস তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা ও নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ১৫০ জন। তিনি কারখানাটি রাজশাহীতে স্থাপন করলেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী।

জনাব রাসেলের কারখানাটিতে আম থেকে জুস তৈরি করা হয়। রাজশাহীর আবহাওয়া সুস্বাদু আম উৎপাদনে অত্যন্ত উপযোগী। ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে আম উৎপাদন হয়। এতে জনাব রাসেল সহজেই আম সংগ্রহ করতে পারবেন। তাছাড়া কাছাকাছি হওয়ায় কাঁচামাল পরিবহনে তার খরচও কম হবে। অন্যদিকে, রাজশাহীর সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় আমের জুস বাজারজাত করা তার জন্য সহজ হবে। অতএব, কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনায় জনাব রাসেলের রাজশাহীতে শিল্প কারখানা স্থাপন যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৬ কুয়াকাটার সাকিব বিদ্যুতের ক্রমাগত চাহিদার কথা বিবেচনা করে সরকারি অনুমতি নিয়ে সমুদ্রতীরে একটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেন। সমুদ্রের বাতাসকে কাজে লাগিয়ে উইন্ডমিলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেন। এ শিল্পে বিনিয়োগ ৩ কোটি টাকার বেশি। *[মানিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-২]*

ক. মোট ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা কত? ১

খ. কুটির শিল্প বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাকিবের শিল্পটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সাকিবের শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে কতটুকু ভূমিকা পালন করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ৯৩,৬৬০টি।

উৎস: ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিসংখ্যান: জুন ২০১১ অনুযায়ী।

খ ক্ষুদ্র শিল্প হলো ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প।

উৎপাদনমুখী যে শিল্পের মূলধন ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ জনে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। অন্যদিকে সেবামূলক ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ১০-২৫ জনে সীমাবদ্ধ থাকে।

গ উদ্দীপকের সাকিবের শিল্পটি হলো একটি সেবামূলক মাঝারি শিল্প।

সেবামূলক মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১ থেকে ১৫ কোটি টাকা হয়। অন্যদিকে, এ শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা ৫০-১০০ জন হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব সাকিব একটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিক। সমুদ্রের বাতাসকে কাজে লাগিয়ে তিনি উইন্ডমিলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে জড়িত হওয়ায় তা সেবামূলক ব্যবসায়ের আওতায় পড়ে। তাছাড়া তার বিদ্যুৎ উৎপাদন মিলে বিনিয়োজিত মোট মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা। এছাড়াও এ রকম শিল্প পরিচালনায় শ্রমিক সংখ্যা ৫০-১০০ জন প্রয়োজন হয়। তার শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো সেবামূলক মাঝারি শিল্পের সাথে মিলে যায়। সুতরাং শিল্পের ধরন, মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় তার প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি হলো একটি সেবামূলক মাঝারি শিল্প।

ঘ উদ্দীপকের সাকিবের স্থাপিত সেবামূলক মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল হবে বলে আমি মনে করি।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও শিল্প কারখানা স্থাপন ও বিকাশ দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করে।

উদ্দীপকের সাকিব কুয়াকাটায় একটি উইন্ডমিল স্থাপন করেন। তার মিল থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত বিদ্যুৎ তিনি বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেন। এ শিল্পটি স্থাপনে তিনি বিদ্যুতের ক্রমাগত চাহিদার কথা বিবেচনা করেন। আর এ শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা।

সাকিবের উইন্ডমিল স্থাপনের মাধ্যমে তার নিজের সাথে নতুন আরও অনেকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এতে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটবে। ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে। এছাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার ফলে বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি কমে যাবে। ফলে বিপুল পরিমাণ খরচ কমবে। আবার খরচ কমার ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়বে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনীতিকে সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। তাই বলা যায়, জনাব সাকিবের স্থাপিত শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল হবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. আশিক গাজীপুর জেলার সালনায় একটি হোসিয়ারী শিল্প স্থাপন করেন, যেখানে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া খরচ হয় ২৫ কোটি টাকা। সেখানে ৩ টি শিফট চালু রয়েছে। প্রতিটি শিফটে ৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এখানে শ্রমিকরা কাজ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলেছে। অন্যদিকে মি. আশিক আরও একটি শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। *[মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা ●প্রশ্ন-৭]*

ক. খন্ডকালীন উৎপাদন ইউনিট কোনটি? ১

খ. কুটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. আশিকের শিল্পটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মি. আশিকের শিল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্পকে খন্ডকালীন উৎপাদন ইউনিট বলা হয়।

খ স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সহায়তায় কুটির শিল্প পরিচালিত হয়।

যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০-এর বেশি নয়, তাকে কুটির শিল্প বলে। এতে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, এ শিল্পগুলো স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের মি. আশিকের শিল্পটি একটি মাঝারি শিল্প।

এ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা হয়। আবার, এ শিল্পে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। এ শিল্পে ক্ষুদ্র শিল্প অপেক্ষা বেশি উৎপাদন কাজ করা হয়।

উদ্দীপকের মি. আশিক গাজীপুর জেলার সালনায় একটি হোসিয়ারী শিল্প স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটির জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের ব্যয় ২৫ কোটি টাকা। আবার, এটিতে তিন শিফটে মোট (৫০×৩) = ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মাঝারি শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, মি. আশিক মাঝারি শিল্পে নিয়োজিত আছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. আশিকের শিল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেকার জনগোষ্ঠী কাজ করে নিজেদের আর্থিক উন্নয়ন করতে পারে। ফলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

মি. অশিক গাজীপুর জেলার সালনায় একটি হোসিয়ারী শিল্প স্থাপন করেন। কারখানাটিতে ৩ শিফটে (৫০×৩)=১৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এখানে শ্রমিকরা কাজ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলেছে। তিনি আরও একটি শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন।

মি. আশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি আরও ১৫০ জন শ্রমিকের কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারছে। এছাড়া, এ শিল্পের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আরও অনেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়ছে। অন্যদিকে জাতীয় আয়ও বেড়ে যাচ্ছে। এতে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। অতএব, মি. আশিকের শিল্পটি কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ মি. রমিজ তার বেকারত্ব দূর করার জন্য তার বন্ধু রহিমের পরামর্শে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বুটিকের কাজ শুরু করেন। এ কাজে তার পরিবারের সদস্যরা তাকে সহায়তা করেন। ফলে তিনি সফলতা লাভ করেন। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা ●প্রশ্ন-৯]*

ক. বিনিয়োগের মাপকাঠিতে শিল্পকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. কোন শিল্প বাংলাদেশের জাতীয় ঐহিত্যের প্রতীক? বর্ণনা করো। ২

গ. মি. রমিজের কাজটি কোন শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. রমিজের ব্যবসায়টি কীভাবে বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিয়োগের মাপকাঠিতে শিল্প চার প্রকার।

সহায়ক তথ্য

১. কুটির শিল্প, ২. ক্ষুদ্র শিল্প, ৩. মাঝারি শিল্প, ৪. বৃহৎ শিল্প।

খ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের ঐতিহ্যকে লালন করে আসছে এ কারণে এগুলোকে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক বলা হয়।

দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে চর্চা হয়। দেশীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলা সংরক্ষণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। পাটের ব্যাগ, পাটের স্যান্ডেল, চীনামাটির জিনিসপত্র প্রভৃতি পণ্য দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বহন করে। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে দেশের ঐতিহ্যের প্রতীক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. রমিজের কাজটি হলো কুটির শিল্প।

এ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। এ শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১০ জন হয়।

উদ্দীপকের মি. রমিজ তার বন্ধুর পরামর্শে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বুটিকের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তার এ কাজে পরিবারের সদস্যরা সাহায্য করে। তার কাজটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের। আবার, এরকম ব্যবসায়ে সাধারণত ৫ লক্ষ টাকার কম মূলধন প্রয়োজন হয়। তার শিল্পটির বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল আছে। তাই বলা যায়, মি. রমিজ কুটির শিল্পে নিয়োজিত আছেন।

ঘ উদ্দীপকের মি. রমিজের কুটির শিল্পটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে পারেন।

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এটি বেকারত্বের হার কমাতে সাহায্য করে। তাই দরিদ্রতা কমাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা জরুরি।

উদ্দীপকের মি. রমিজ বেকার ছিলেন। পরবর্তীতে বন্ধুর পরামর্শে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি কুটির শিল্প স্থাপন করেন। এটি থেকে বুটিকের পণ্য তৈরি করা হয়। আবার, তার প্রতিষ্ঠানে তার পরিবারের সদস্যরাও কাজের সুযোগ পান। এখন তিনি বেশ সফল ব্যবসায়ী।

মি. রমিজ শিল্পটি স্থাপনের মাধ্যমে তার নিজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে তারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারছেন। ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে। আবার, তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসবে। এতে আরও অনেক মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও এমন কাজের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে অনেক মানুষ নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। অতএব, মি. রমিজের কুটির শিল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীকে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৯ মি. এমদাদ কক্সবাজারে এমদাদ সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া ৫ কোটি টাকা। তাঁর কারখানায় ৪৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। *[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ●প্রশ্ন-৯; সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা ●প্রশ্ন-৭]*

ক. বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্প কোনটি? ১

খ. উৎপাদন শিল্প বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. এমদাদের ব্যবসায়টি বাংলাদেশের কোন শিল্পের অন্তর্গত? তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিল্পটি স্থাপনে মি. এমদাদ কক্সবাজারকে নির্বাচন করার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্প হলো পর্যটন শিল্প।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে বেশকিছু সম্ভাবনাময় শিল্প আছে। যেমন: পর্যটন শিল্প, অটো-মোবাইল, বায়োগ্যাস প্রকল্প প্রভৃতি। কিন্তু এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বর্তমানের উপযোগ বিবেচনায় পর্যটন শিল্পকে সব থেকে বেশি সম্ভাবনাময় বলা যায়।

খ যে শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে মানুষের ব্যবহারযোগ্য পণ্যে পরিণত করা হয়, তাকে উৎপাদনমুখী শিল্প বলে।

পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংযোজন এবং উৎপাদিত পণ্য পুনরায় সাজানোর সব প্রকার কাজ উৎপাদনমুখী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। বস্ত্র, চিনি, সার, সিমেন্ট, চামড়া শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমুখী শিল্পের উদাহরণ। এ শিল্পের আকার সেবামুখী শিল্পের থেকে বড় হয়।

গ উদ্দীপকের মি. এমদাদের ব্যবসায়টি উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা হয়। এ ধরনের শিল্পে ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. এমদাদ কক্সবাজারে 'এমদাদ সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। এটি স্থাপনে তার বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। কারখানাটিতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ৪৫ জন। তার কারখানার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, বিনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় মি. এমদাদের ব্যবসায়টি উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনায় শিল্পটি স্থাপনে উদ্দীপকের মি. এমদাদ কক্সবাজারকে নির্বাচন করা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠায় কাঁচামালের সহজলভ্যতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এর ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প নির্বাচন করা হয়।

উদ্দীপকের মি. 'এমদাদ সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মালিক। তিনি কারখানাটি কক্সবাজারে স্থাপন করেন। এতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫ জন।

কক্সবাজারে সমুদ্রের লোনা পানি থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদিত হয়। ফলে মি. এমদাদ সহজেই তা সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়া কাছাকাছি হওয়ায় কাঁচামাল পরিবহনে তার খরচও কম হবে। অন্যদিক কক্সবাজারের সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় লবণ বাজারজাতকরণ তার জন্য সহজ হবে। অতএব, কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনায় শিল্পটি স্থাপনে মি. এমদাদ কক্সবাজারকে নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶১০ জনাব সাদেক তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শোপিস, ফুলদানি তৈরি এবং নিজের দোকানেই সেগুলো বিক্রি করেন। অন্যদিকে জনাব কবির ১১৫ জন শ্রমিক নিয়ে চামড়ার তৈরি জুতা ও ব্যাগ তৈরি করেন। তার তৈরিকৃত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও রপ্তানি করা হয়। *[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা ●প্রশ্ন-৯]*

ক. ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানকে কী বলে? ১

খ. বৃহৎ শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব সাদেকের স্থাপিত শিল্পের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনাব কবিরের শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের ব্যবধানকে মোট লাভ বা ক্ষতি বলে।

খ বৃহৎ শিল্প হলো বৃহৎ পুঁজি, ব্যাপক জনশক্তি, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার সমষ্টি।

এ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার বেশি বা ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত থাকে। সেবামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্য ও প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার বেশি এবং ১০০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত থাকে।

গ উদ্দীপকের জনাব সাদেকের স্থাপিত শিল্পটি হলো কুটির শিল্প।

পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্বল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনে, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতায় কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া এর স্থায়ী সম্পদের মূল্য (প্রতি স্থাপন ব্যয়সহ) ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। এই শিল্পে পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ জনবল ১০ জনের বেশি হয় না।

উদ্দীপকের জনাব সাদেক তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শো-পিস, ফুলদানি তৈরি এবং তা নিজের দোকানে বিক্রি করেন। এসব সামগ্রী মৃৎ কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। জনাব সাদেকের শিল্পটি পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর সাথে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। তাই, জনাব সাদেকের স্থাপিত শিল্পটিকে পণ্যের ধরন ও জনবল বিবেচনায় কুটির শিল্প বলা যায়।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উদ্দীপকের জনাব কবিরের মাঝারি শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

এ ধরনের শিল্পে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ কোটি থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত হয়। এতে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকে। সঞ্চয় বাড়ানো, কর্মসংস্থান তৈরি, স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এরূপ শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের জনাব কবিরের প্রতিষ্ঠানে ১১৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। তিনি চামড়া দিয়ে জুতা ও ব্যাগ তৈরি করেন। তার তৈরিকৃত এসব পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও রপ্তানি করা হয়।

জনাব কবিরের স্থাপিত এ শিল্পটি হলো মাঝারি শিল্প। তার এ শিল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কর্মীরা নিজেদের ও পরিবারের আর্থিক কল্যাণ করতে পারছে। এতে কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। আবার, তৈরিকৃত পণ্য দিয়ে দেশের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে স্থানীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও বাড়ছে। এছাড়া পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। অতএব, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য জনাব সাদেকের এ শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা সফরে গেল। প্রথম দলটি দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গেল। সেখানে তারা বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখল, যেখানে কাঁচামাল হিসেবে আখ ব্যবহার হচ্ছে এবং প্রায় প্রতিটি শিল্পতেই ২০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করছে। দ্বিতীয় দলটি গেল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে। সেখানে তারা যে শিল্প দেখল তাতে নারী শ্রমিকের আধিক্য লক্ষ্য করল। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা ● প্রশ্ন-২]*

ক. সিমেন্ট শিল্প কোন ধরনের শিল্প? ১

খ. সেবা শিল্প বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দলটির দেখা শিল্পটি কোন ধরনের বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দল দুটির দেখা শিল্পসমূহ কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিমেন্ট শিল্প হলো বৃহৎ শিল্প।

খ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কাজ করা হয় তাকে সেবা শিল্প বলে।

সেবা শিল্পকে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই চারভাগে ভাগ করা হয়। তাছাড়া এর বিনিয়োগের পরিমাণ উৎপাদনমুখী শিল্পের তুলনায় কম। মৎস্য আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, বিনোদন শিল্প, হর্টিকালচার, ফুল চাষ, পর্যটন ও সেবা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের প্রথম দলটির দেখা শিল্পটি শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় মাঝারি শিল্প।

এ শিল্পে সাধারণত ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। তাছাড়া, এ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকার মধ্যে হয়।

খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা সফরে গেল। প্রথম দলটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখল। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করছে। আর এমন শিল্প স্থাপনে সাধারণত ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো মাঝারি শিল্পের সাথে মিলে যায়। সুতরাং, উদ্দীপকের প্রথম দলটির দেখা শিল্পটি শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় মাঝারি শিল্প।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দল দুটির দেখা মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

মাঝারি শিল্প স্থাপনে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন এবং ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, বৃহৎ শিল্পে ৩০ কোটি টাকার বেশি মূলধন ও ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকে খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা সফরে গেল। প্রথম দলটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কিছু প্রতিষ্ঠান দেখল যেখানে ২০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলটি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে শিল্পগুলোতে নারী শ্রমিকের আধিক্য লক্ষ্য করল।

স্কুলের প্রথম দলটি মাঝারি শিল্প দেখতে পেল। অন্যদিকে, দ্বিতীয় দলটি বৃহৎ শিল্প দেখতে পেল। কারণ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সাধারণত গার্মেন্টস শিল্প বেশি দেখা যায়। আর এগুলোতে প্রধানত নারীদের বেশি কাজ করতে দেখা যায়। দুই ধরনের শিল্পতেই বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে তাদের মাথাপিছু আয় বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আবার, শিল্পগুলোর সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আরও অনেক মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অন্যদিকে এ শিল্পগুলো বিপুল পরিমাণ কর দেওয়ার মাধ্যমে জাতীয় আয় বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। ফলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এই কারণগুলোর আলোকে আমি মনে করি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দল দুটির দেখা শিল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব ফরিদ লক্ষ করে দেখলেন, ঢাকার বিপণিগুলোতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে শপিংব্যাগের দরকার হয়। তাই তিনি ১ কোটি টাকা ব্যয় করে ঢাকার আরামবাগে শপিংব্যাগ মুদ্রণ ও তৈরির জন্য একটি কারখানা স্থাপন করলেন। আরামবাগ থেকে তিনি সহজেই কাঁচামাল হিসেবে কাগজ কিনতে পারেন। আবার ঢাকার সর্বত্র বিপণিগুলোতে সহজে সরবরাহ করতে পারেন। তার কারখানায় প্রায় ৩০ জন শ্রমিক কাজ করছে। *[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর ● প্রশ্ন-৭]*

ক. আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক কোন শিল্প? ১

খ. সেবা শিল্প বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব ফরিদের শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব ফরিদের স্থাপিত শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা সৃষ্টি হবে— মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্প আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক।

খ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কাজ করা হয়, তাকে সেবা শিল্প বলে।

সেবা শিল্পকে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই চারভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া এটির বিনিয়োগের পরিমাণ উৎপাদনমুখী শিল্পের তুলনায় কম। মাছ আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, বিনোদন শিল্প, ফুল চাষ, পর্যটন ও সেবা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, প্রভৃতি সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের জনাব ফরিদের শিল্পটি একটি ক্ষুদ্র শিল্প।

ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এমন শিল্পে সাধারণত ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে।

উদ্দীপকের জনাব ফরিদ ঢাকার আরামবাগে শপিং ব্যাগ মুদ্রণ ও তৈরির জন্য একটি কারখানা স্থাপন করলেন। এটি স্থাপনে তিনি এক কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। আবার, কারখানায় ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল আছে। সুতরাং, জনাব ফরিদ ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত আছেন ।

ঘ উদ্দীপকের জনাব ফরিদের স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে বলে আমি মনে করি।

ক্ষুদ্র শিল্পের আকার, মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা সীমিত হয়। তবে এ ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনা করতে পারলে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যায়। কারণ দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্প বেশ বড় ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের জনাব ফরিদ ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ঢাকার আরামবাগে শপিংব্যাগ মুদ্রণ ও তৈরির জন্য একটি কারখানা স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি সহজেই কাঁচামাল কিনতে পারেন। কারখানাটিতে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করছে।

জনাব ফরিদ তার ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি আরও ৩০ জনের কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। তিনি দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটির সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আরও অনেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়ার পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। আবার, শিল্পটি দেশের মোট উৎপাদন ও আয় বাড়াতেও ভূমিকা রাখছে। অতএব, জনাব ফরিদের স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ বিউটি একজন গৃহিণী। তিনি তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য নিজ বাড়িতেই নকশিকাঁথা তৈরির একটি শিল্প স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা করছেন। তিনি তার ব্যবসায়ের সফলতার জন্য ব্যবসায় শুরুর আগেই সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন।

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-৩]

ক. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? ১

খ. কর অবকাশ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিউটির ব্যবসায়ের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিউটির নকশিকাঁথা তৈরির শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে।

খ কর অবকাশ হলো কর মওকুফ করা।

সরকার অনেক সময় কোনো বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য অথবা কোনো এলাকার শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য এ শিল্পের বা ঐ এলাকায় স্থাপিত শিল্পে অর্জিত মুনাফার ওপর সম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কর মওকুফ করে। কর মওকুফ করে দেওয়ার এ ব্যবস্থাকেই কর অবকাশ বলে। এর ফলে শিল্পের সম্প্রসারণ হয়।

গ উদ্দীপকের বিউটির ব্যবসায়টি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ছোট জায়গা, স্বল্প মূলধন এবং পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। এ ধরনের শিল্পে মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার কম হয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা পরিবারের সদস্যসহ ১০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকের বিউটি তার নিজ বাড়িতেই নকশিকাঁথা তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। সাধারণত নকশিকাঁথা ছোট পরিসরে তৈরি করা হয়। পরিবারের সদস্যরা এ ধরনের কাজে সাহায্য করে থাকে। অন্যদিকে, এমন ব্যবসায়ের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম থাকে। তাই এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় বলা যায়, বিউটির ব্যবসায়টি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের বিউটির কুটির শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে উক্তিটি যথার্থ।

কুটির শিল্প সাধারণত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ ধরনের শিল্প ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত সহজ। এছাড়াও এ শিল্পে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতার বিকাশ হয়।

উদ্দীপকের বিউটি একজন কুটির শিল্পের উদ্যোক্তা। তিনি নিজ বাসায় নকশিকাঁথা তৈরি করতে চান। ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য তিনি কাজ শুরুর আগেই সম্ভাব্যতা যাচাই করছেন।

বিউটি তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবেন। এতে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারবেন। আবার, এ শিল্পের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আরও অনেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। তার সফলতায় উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকে এ কাজে এগিয়ে আসবে। ফলে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া, এমন শিল্প দেশের জাতীয় উৎপাদন ও আয় বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। অতএব, বিউটির নকশিকাঁথা তৈরির কুটির শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অবশ্যই ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আসিফ সম্প্রতি একটি শাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন তার নিজ গ্রাম টাঙ্গাইলে। যার জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য ও প্রতিস্থাপন ব্যয় ১৫ কোটি টাকা এবং মোট শ্রমিকের সংখ্যা ২০০ জন।

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-৭; বি.এম. স্কুল, বরিশাল ● প্রশ্ন-৮]

ক. বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রধান মাধ্যম কোনটি? ১

খ. বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক কোন শিল্প এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আসিফের ব্যবসায়টি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আসিফের শিল্পটির বিকাশে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রধান মাধ্যম সংবাদপত্র।

খ বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক হলো কুটির শিল্প।

দেশের আবহমান সংস্কৃতি কুটির শিল্পের মাধ্যমে ফুটে ওঠে বলে একে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক বলা হয়। একসময় আমাদের দেশের এ শিল্পের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ছিল। বর্তমানে এর অবস্থা ভালো নয়। বাঁশ ও বেত, মৃৎ, তাঁত ও বস্ত্র শিল্প প্রভৃতি কুটির শিল্পের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের আসিফের ব্যবসায়টি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

পণ্যসামগ্রী তৈরি বা প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত শিল্পই হলো উৎপাদনমুখী শিল্প। এ শিল্পে মূলধনের পরিমাণ ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা হয়। আবার, এ শিল্পে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের আসিফ একটি শাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। এটি প্রতিষ্ঠায় তিনি ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন। আর তার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ২০০ জন। তার প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্যগুলো উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মিলে যায়। সুতরাং উৎপাদন, বিনিয়োগ ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় বলা যায়, আসিফের ব্যবসায়টি হলো উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প।

ঘ উদ্দীপকের আসিফের শিল্পটির বিকাশে বেশকিছু করণীয় (পুঁজির যোগান, পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান, চাহিদা বাড়ানো প্রভৃতি) আছে বলে আমি মনে করি।

মাঝারি শিল্পের বিকাশে উদ্যোক্তাদের কাঁচামালের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হয়। আবার, শিল্পটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় পুঁজিরও প্রয়োজন হয়। এছাড়া শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য চাহিদা থাকাও জরুরি।

আসিফ একটি শাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। এটি প্রতিষ্ঠায় তার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা। এছাড়া এতে ২০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে।

আসিফের মাঝারি শিল্পটি বিকাশের জন্য বেশকিছু কাজ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে উৎপাদনে গতিশীলতা থাকবে না। আবার, শিল্পটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। এর যোগান ঠিকমতো থাকলে শিল্পটি পরিচালনা ও সম্প্রসারণ সহজ হবে। আর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতের জন্য দরকার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা। তাই চাহিদা বাড়াতে তাকে বিপণন কর্মসূচির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা (কর মওকুফ; শিল্প আইন প্রভৃতি) তার শিল্পটি বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। অতএব, উপরিউক্ত কাজগুলো সম্পন্নের মাধ্যমে জনাব আবিদ তার মাঝারি আয়তনের শিল্পটির বিকাশ করতে সম্ভব হবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৫ জনাব রহিম একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি অন্যের অধীনে কাজ করা পছন্দ করেন না। তাই তিনি দামকুড়া হাটের পাশে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সার কারখানা স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হলো উন্নতমানের সার উৎপাদন করে দেশের কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো। বর্তমানে তার কারখানায় ১৩০ জন শ্রমিক কাজ করছে। *[রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ● প্রশ্ন-৭]*

ক. কাকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়? ১

খ. ক্ষুদ্র শিল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রহিমের কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনাব রহিমের মতো ব্যবসায়ীদের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পকে উৎপাদনের বাহন বলা হয়।

খ স্বল্প মূলধন ও সীমিত সংখ্যক কর্মী হলো ক্ষুদ্র শিল্পের দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মূলধনের স্বল্পতা। এটি প্রতিষ্ঠায় ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা প্রয়োজন; যা বৃহৎ শিল্পের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে এ শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ জন। কর্মী সংখ্যা সীমিত হওয়ায় তাদের পরিচালনা করা সহজ হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রহিমের ব্যবসায়টি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদনমুখী শিল্প পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে। এমন মাঝারি শিল্পের মূলধন ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা হয়। আর শ্রমিক সংখ্যা ১০০ থেকে ২৫০ জন হয়ে থাকে।

জনাব রহিম দামকুড়া হাটের পাশে সার তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করেন। এখানে উন্নতমানের সার তৈরি হয়। এ থেকে বোঝা যায়, এটি একটি উৎপাদনমুখী শিল্প। অন্যদিকে, কারখানাটি স্থাপনে তিনি ১৫ কোটি টাকা মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করেছে। আবার প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মিলে যায়। সুতরাং, জনাব রহিমের ব্যবসায়টি উৎপাদনমূখী মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনাব রহিমের মতো ব্যবসায়ীদের অবদান অনস্বীকার্য বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। আবার, কর দেওয়ার মাধ্যমে তারা জাতীয় আয় ও উন্নয়ন বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের জনাব রহিম একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি অন্যের অধীনে কাজ করা পছন্দ করেন না। তাই তিনি ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সার তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। এতে উন্নতমানের সার উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩০ জন শ্রমিক কাজ করছে।

জনাব রহিম সার কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সারের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন। এতে দেশের সার সংকট দূর হবে। আবার তিনি প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের মাধ্যমে তার নিজের সাথে নতুন করে আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। তাছাড়া তার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও অনেকে এমন কাজে এগিয়ে আসবে। ফল স্বরূপ আরও অনেক লোকের কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি সার্বিকভাবে জাতীয় উৎপাদন ও আয় বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। তাই আমি মনে করি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনাব রহিমের মতো ব্যবসায়ীদের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. জালালের ব্যবসায়ের তথ্যাবলি নিম্নরূপ:

শ্রমিক	মূলধন	পণ্য	সম্পদ	কাঁচামাল
১০	৮ লক্ষ	মোমবাতি	১০ লক্ষ	আমদানিকৃত ও স্থানীয়

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-৮]

ক. কুটির শিল্প আমাদের কিসের প্রতীক? ১

খ. ক্ষুদ্র শিল্প কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. জালালের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের ব্যবসায়ের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. জালালের ব্যবসায়ের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্প আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক।

খ ক্ষুদ্র শিল্প হলো ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প।

এ শিল্পের মূলধন ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ জনে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে, সেবামূলক ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ১০-২৫ জনে সীমাবদ্ধ থাকে।

গ উদ্দীপকের মি. জালালের প্রতিষ্ঠানটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

কুটির শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এটি সাধারণত ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের মি. জালাল একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি মোমবাতি উৎপাদন করেন। প্রতিষ্ঠানটিতে ১০ জন শ্রমিক কাজ করে। আর তিনি মোমবাতি উৎপাদনে স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকেন। অন্যদিকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আকারে অনেক ছোট। এছাড়া এমন শিল্পে ব্যক্তিগত দক্ষতা বা নৈপুণ্যের মাধ্যমে কাজ করা হয়। তাই শ্রমিক সংখ্যা, পণ্য ও কাঁচামালের ধরন অনুযায়ী মি. জালালের প্রতিষ্ঠানটিকে কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

সহায়ক তথ্য

নতুন জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ অনুযায়ী কুটির শিল্পের মূলধন ১০ লক্ষ টাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

ঘ উদ্দীপকের মি. জালালের কুটির শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

এ শিল্প প্রধানত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। ফলে তারা নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারে। আবার, এতে কাজ করে তারা নিজেদের দক্ষতাও বাড়াতে পারে।

উদ্দীপকের মি. জালাল একটি মোমবাতি কারখানার মালিক। এটি প্রতিষ্ঠায় তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। আর প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ১০ জন।

মি. জালাল তার মোমবাতি শিল্পটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও তার শিল্পের সাথে জড়িত থেকে আরও অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পাচ্ছে। শিল্পের এমন সফলতা দেখে আরও অনেকে এ কাজে উৎসাহিত হবে। ফলে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এতে তাদের জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। অন্যদিকে, এ শিল্প দেশের জাতীয় উৎপাদন ও আয় বাড়াতেও ভূমিকা রাখছে। অতএব, মি. জালালের শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ রাবেয়া বাসায় হাতে তৈরির বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার পরিবারের অন্য সদস্যরা তার এ কাজে সাহায্য করে। গুণগত মান ভালো হওয়ার কারণে দিন দিন এর চাহিদা বাড়তে থাকে। কিন্তু তিনি চাহিদা মতো তা সরবরাহ করতে পারছেন না। পরবর্তীতে তিনি ব্র্যাক থেকে কিছু ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন। *[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-১০]*

ক. সি আই পি কী? ১

খ. উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাবেয়ার কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. রাবেয়া কেন ব্র্যাক থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবলেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CIP-এর পূর্ণরূপ হলো— Commercially Important Person।

সহায়ক তথ্য

দেশের বেসরকারি খাতের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য সরকার বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (CID) নির্বাচন করে।

খ ব্র্যাক হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এনজিও বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

এটি বিভিন্ন আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামীণ শিল্পজাত সামগ্রীর মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়াচ্ছে। আবার, দেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প (সিল্ক, জামদানি, নকশিকাঁথা প্রভৃতি) উন্নয়নেও কাজ করে। এছাড়া ব্র্যাক-এর নিজস্ব ডেইরি ফার্ম ও বিপণি কেন্দ্র (আড়ং) আছে। আর এসব কাজের মাধ্যমে ব্র্যাক উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

গ উদ্দীপকের রাবেয়ার কাজটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এ শিল্প ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে। সাধারণত পরিবারের সদস্যরা এ ধরনের কাজে সহায়তা করে। এমন শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া এর স্থায়ী সম্পদের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার কম হয়।

উদ্দীপকের রাবেয়া তার বাসায় বিভিন্ন পণ্য হাতে তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার পরিবারের সদস্যরাই তার এ কাজে সাহায্য করে। এ থেকে বোঝা যায়, তার ব্যবসায়ের আকার অত্যন্ত ছোট। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় দিন দিন এর চাহিদাও বাড়ছে। এ ধরনের ব্যবসায়ে সাধারণত স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে কুটির শিল্পের মিল আছে। তাই বলা যায়, রাবেয়ার কাজটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ সহজ শর্ত ও কম সুদে অর্থ পাওয়া যায় বলে, উদ্দীপকের রাবেয়া ব্র্যাক থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবলেন।

ব্র্যাক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। এটি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। আবার, সংস্থাটির দেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার তুলনামূলক কম হয়। এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়নেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের রাবেয়া নিজের বাসায় হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার পরিবারের সদস্যরা তার এ কাজে সাহায্য করে। গুণগত মান ভালো হওয়ার কারণে দিন দিন এর চাহিদা বাড়তে থাকে। কিন্তু তিনি চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারছেন না। তাই তিনি ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন।

ঋণ নিতে রাবেয়ার ব্র্যাককে নির্বাচনের অন্যতম কারণ হলো সহজ শর্ত। অর্থাৎ, ব্র্যাক সহজ শর্তে উদ্যোক্তাদের ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে তাকে অতিরিক্ত ঝামেলায় পড়তে হবে না। আবার, ব্র্যাক অন্যান্য সংস্থার তুলনায় কম সুদে ঋণ সরবরাহ করে। এতে তিনি অতিরিক্ত সুদের বোঝা ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। এছাড়া সংস্থাটি ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে কাজ করে থাকে। ফলে রাবেয়া তার ব্যবসায় সম্প্রসারণে বিভিন্ন সহায়তাও পাবেন। অতএব, সহজশর্ত ও কম সুদের হারের জন্যই রাবেয়া ব্র্যাক থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব রোহান পিতার অবসরের ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে গাজীপুরে একটি চামড়ার ব্যাগের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কিছু কর্মী নিয়োগ দেন, যারা তেমন দক্ষ ছিল না। প্রথম বছর লাভবান হতে না পারলেও দ্বিতীয় বছর থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ● প্রশ্ন-৫]*

ক. কুটির শিল্পে সর্বোচ্চ জনবলের সংখ্যা কত? ১

খ. সেবা শিল্প কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব রোহানের চামড়া ব্যাগের কারখানা কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রোহানের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্পের সর্বোচ্চ জনবল দশ জন।

খ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কাজ করা হয়, তাকে সেবা শিল্প বলে।

এ শিল্পকে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই চারভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া এটির বিনিয়োগের পরিমাণ উৎপাদনমুখী শিল্পের তুলনায় কম। মাছ আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, বিনোদন শিল্প, ফুল চাষ, পর্যটন ও সেবা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, প্রভৃতি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের জনাব রোহানের চামড়া ব্যাগের কারখানাটি হলো ক্ষুদ্র শিল্প।

ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এমন শিল্পে ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। মূলধন ও শ্রমিক কম বলে এখানে উৎপাদনের পরিমাণও কম হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রোহান গাজীপুরে একটি চামড়ার ব্যাগের কারখানা স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা। আবার, এমন শিল্পে সাধারণত ২৫ থেকে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে। শ্রমিক কম থাকায় এখানে উৎপাদনও কম হবে এটাই স্বাভাবিক। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, জনাব রোহান ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত আছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রোহানের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখে বলে আমি মনে করি।

পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায় গড়ে ওঠে। এগুলো বিক্রি করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করে। আর ক্রেতারা পণ্য বা সেবা কিনে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। এই উৎপাদন ও কেনা-বেচার ফলে সার্বিকভাবে দেশের আর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।

উদ্দীপকের জনাব রোহান পিতার অবসরের ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে গাজীপুরে একটি চামড়ার ব্যাগের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কিছু কর্মী নিয়োগ দেন। তারা তেমন দক্ষ ছিল না। কিন্তু জনাব রোহান প্রথম বছরে লাভবান হতে না পারলেও দ্বিতীয় বছর থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।

জনাব রোহান তার কারখানাতে চামড়া থেকে ব্যাগ উৎপাদন করেন। এই ব্যাগ উৎপাদনে তিনি কিছু শ্রমিক নিয়োগ দেন। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। বাংলাদেশে চামড়া খুবই সস্তা এবং সহজলভ্য। ফলে চামড়ার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। অবার, তার উৎপাদিত চামড়ার ব্যাগের বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে। তাই তিনি বিদেশে চামড়ার ব্যাগ রপ্তানি করতে পারবেন। ফলে তিনি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন। এতে দেশের জাতীয় আয় বাড়বে। এর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বেড়ে যাবে। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব রোহানের উৎপাদিত পণ্য অবদান রাখে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ সজীব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লেখাপড়া জানা বেকার যুবক। তার ইচ্ছা চাকরি না করে এমন কিছু করবে, যাতে তার ব্যক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে আর্থসামাজিক উন্নয়নও সাধিত হয়। তাই সে পিতার সাথে পরামর্শ করে ৩ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে পরিবারকেন্দ্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। *[কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-৮]*

ক. খণ্ডকালীন উৎপাদন ইউনিট কোনটি? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে পরিবহন কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সজীবের পরিবারকেন্দ্রিক শিল্পটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেকারত্ব কমাতে সজীবের মতো উদ্যোক্তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্পকে খণ্ডকালীন উৎপাদন ইউনিট বলা হয়।

খ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাধারণত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থানীয় চাহিদার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু পরিবহনের মাধ্যমে সেগুলো অন্যান্য এলাকায়ও বিক্রি করা যায়। ফলে এগুলোর বাজার চাহিদা ও উৎপাদন বাড়ে। এতে এ শিল্পের বাজার প্রসারের সুযোগ তৈরি হয়। এজন্যই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে সজীবের পরিবারকেন্দ্রিক শিল্পটি হলো একটি কুটির শিল্প।

পরিবারের সদস্যদের শ্রম ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠা শিল্পই হলো কুটির শিল্প। এ শিল্পের জনবল পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১০ জন। অন্যদিকে এ শিল্পের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে সজীব নিম্নবিত্ত পরিবারের লেখাপড়া জানা একজন বেকার যুবক। সে তার পিতার সাথে পরামর্শ করে একটি পরিবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় তার পুঁজি ৩ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে তার প্রতিষ্ঠানের মূল শ্রমিক হলো তার পরিবারের সদস্যরা। এক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম এবং পরিবারের সদস্যরাই শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, সজীবের পরিবারকেন্দ্রিক শিল্পটি হলো একটি কুটির শিল্প।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেকারত্ব কমাতে উদ্দীপকের সজীবের মতো উদ্যোক্তাদের ভূমিকা ইতিবাচক বলে আমি মনে করি।

উদ্যোক্তারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে। সে সব প্রতিষ্ঠানে বেকার জনগোষ্ঠীর অনেকে কাজ তৈরি করে থাকে। ফলে এ শিল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব কমার সুযোগ তৈরি হয়।

উদ্দীপকের সজীব নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন লেখাপড়া জানা বেকার যুবক। তার ইচ্ছা চাকরি না করে সে এমন কিছু করবে, যাতে তার নিজের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সাধিত হয়। তাই সে তার পিতার সাথে পরামর্শ করে একটি পরিবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করে। শিল্পটি প্রতিষ্ঠায় সে ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে।

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। সজীবের প্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পটি স্থাপন করার ফলে সে তার নিজের পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এতে তার ও তার পরিবারের সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন হবে। তার এমন উন্নতিতে উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকেই এমন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হবে। কারণ এমন শিল্প স্থাপন করা সহজ এবং কম সময়ে মুনাফা অর্জন করা যায়। ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেকারত্ব কমাতে সজীবের মতো উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব জামান সিলেটে একটি তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে তিনি ২৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন। তাঁর কারখানায় কর্মীরা দুই শিফটে কাজ করে। প্রত্যেক শিফটে ৭৫ জন শ্রমিক কাজ করে। তার কারখানায় কাজ করে শ্রমিকরা নিজেদের স্বাবলম্বী করছে। জনাব জামান তার নতুন আরেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা ভাবনা করছেন। তার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন-২]*

ক. প্রজনন শিল্প কী? ১

খ. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব জামানের শিল্পটি কোন শ্রেণির অন্তর্গত? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব জামানের মতো উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য সরকারি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান কাজ করছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্পে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়, তাকে প্রজনন শিল্প বলে।

খ শিল্প ও বাণিজ্যে প্রযুক্তির ব্যবহারই হলো ব্যবসায়ের প্রযুক্তিগত পরিবেশ।

সাধারণত যেসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যেও উন্নত। প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনের নতুন ও সহজ উপায় খুঁজে বের করা হয়। এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বাড়ে। তাই ব্যবসায়ের সব শাখায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এজন্যই বলা হয় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজতর করে।

গ জনাব জামানের শিল্পটি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণত উৎপাদনমুখী শিল্পে পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে। এ ধরনের মাঝারি শিল্প স্থাপনে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন প্রয়োজন হয়। এছাড়া, এ শিল্পে ১০০-২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে।

জনাব জামান সিলেটে একটি তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে তার মূলধনের পরিমান ২৬ কোটি টাকা। আবার, এটিতে দুই শিফটে (৭৫ + ৭৫) = ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, জনাব জামানের শিল্পটি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব জামানের মতো উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কাজ করছে।

এটি সরকারি এবং বেসরকারি শিল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়া এটি নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন, ঋণ ও পরামর্শ প্রভৃতি সহায়তা দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব জামান সিলেটে একটি তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠানের মূলধন ২৮ কোটি টাকা ও শ্রমিক সংখ্যা ১৫০ জন। তিনি নতুন আরেকটি শিল্প স্থাপনের চিন্তা করছেন । এজন্য তার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রয়োজন।

জনাব জামান একজন সফল উদ্যোক্তা। তার মতো মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা। কারণ, অর্থ ছাড়া ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা সম্ভব নয়। আবার, ভালোভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে অভিজ্ঞতা ও কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন। অন্যদিকে ব্যবসায় বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হয় ঋণ ও পরামর্শ। আর এ সহায়তাগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড দিয়ে থাকে। অতএব, জনাব জামানের মতো উদ্যোক্তাদের সহায়তায় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কাজ করছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ তাসনিমা বেগম বেত ও বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। তার পরিবারের সদস্যরা এ কাজে তাকে সাহায্য করেন। পণ্যের গুণাগুণ ভালো হওয়ায় তার উৎপাদিত পণ্য বাজারে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। ফলে তার পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। *[ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন-৬]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় ৪টি বৃহৎ শিল্পের নাম লিখ। ২

গ. "আমাদের দেশে মহিলাদের বেকারত্ব নিরসনে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে"-উদ্দীপকের আলোকে মতামত দাও। ৩

ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কীভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালীকরণে সাহায্য করে উদ্দীপকের আলোকে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি থেকে পাওয়া সম্পদকে কারখানার যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করাকেই শিল্প বলে।

খ যে শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকার বেশি এবং ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে, তাকে বৃহৎ শিল্প বলে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ৪ টি বৃহৎ শিল্প হচ্ছে: ১. পর্যটন শিল্প ২. অটোমোবাইল ৩. চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প ৪. ভেষজ ঔষধ শিল্প।

গ আমাদের দেশে মহিলাদের বেকারত্ব নিরসনে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

কুটির শিল্প পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্বল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতা প্রয়োজন হয়। এই শিল্পে মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। পরিবারের সদস্যরা মিলে এ শিল্প গঠন করা হয় বলে বেশ সুবিধা পাওয়া যায়।

কুটির শিল্প হলো পরিবার কেন্দ্রিক শিল্প। এ শিল্পে পরিবারের সকল সদস্য বিশেষ করে নারীরা সাহায্য করে থাকে। কারণ এ শিল্পের পণ্যগুলো তৈরিতে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকে। এছাড়া বর্তমানে নারীরা নিজেরাও এমন শিল্প গঠন করছে। এভাবে তাদের ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে তারা আর বেকার থাকছে না। তাই বলা যায়, আমাদের দেশের মহিলাদের বেকারত্ব নিরসনে কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঘ কর্মসংস্থান, মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় প্রভৃতি বাড়ানোর মাধ্যমে কুটির শিল্প দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করে।

এ শিল্পের আকার সাধারণত ছোট হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে শিল্পটি গড়ে ওঠে। এতে ক্ষুদ্র আকারে হলেও ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এছাড়া এটি উৎপাদন ও আয় বাড়াতেও ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের তাসলিমা বেগম বেত ও বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। পরিবারের সদস্যরা তার এ কাজে সাহায্য করেন। পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় তার উৎপাদিত পণ্য বাজারে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। ফলে তার পরিবারের সচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

তাসনিমা বেগম তার কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি তার পরিবারে সদস্যদেরও কাজের ব্যবস্থা করেছেন। এতে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এছাড়া, আরও অনেকেই এ কাজের সাথে জড়িত। ফলে তাদের আয় বাড়ায় সার্বিকভাবে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে। আবার, এমন শিল্পের উৎপাদন দেশের মোট উৎপাদন বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। এছাড়া, এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশের সামগ্রিক চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যায়। ফলে জাতীয় আয় বেড়ে যায়। এভাবেই, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ শিল্প ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহদাকারের হতে পারে। সাধারণত শিল্পের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ বা কর্মচারীর সংখ্যার মাধ্যমে এর আকার নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে দ্রুতগতিতে শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। *[ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ● প্রশ্ন-৪]*

ক. বস্ত্র শিল্প কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ১

খ. উৎপাদনমুখী শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে কীভাবে দেশের সুষম উন্নয়ন হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে তোমার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ ব্যাখ্যা করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বস্ত্র শিল্প ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

খ পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত শিল্পই হলো উৎপাদনমুখী শিল্প।

উৎপাদনমুখী শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে পরিণত পণ্যে রূপান্তর করা যায়। এ শিল্পের মাধ্যমেই আমরা চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পাই। এছাড়া এ শিল্পের মূলধন এবং শ্রমিক সংখ্যাও বেশি হয়। বস্ত্র, চিনি, পাট, সার, সিমেন্ট প্রভৃতি উৎপাদন শিল্পের উদাহরণ।

গ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় আয় ও উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের সুষম উন্নয়ন করতে পারে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা অনেক বেশি। এগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এছাড়া এগুলো জাতীয় আয় ও উৎপাদনে ভূমিকা রেখে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে দেশের বিপুল পরিমাণ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ে। আর এটি সার্বিকভাবে দেশের যাবতীয় আয় বাড়াতে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে, এই শিল্পগুলো উৎপাদন কাজের মাধ্যমে দেশের মোট উৎপাদন বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। এছাড়া এ ধরনের শিল্প দেশের যেকোনো স্থানে গড়ে তোলা যায়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। তাই বলা যায়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থাপন কাজ সহজ হওয়ায় দ্রুত দেশের সুষম উন্নয়ন করা যায়।

ঘ বাংলাদেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে করণীয় হলো- কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও নিশ্চিতকরণ, শ্রমিক ও মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান, স্থানীয় এবং বৈদেশিক চাহিদা বাড়ানো প্রভৃতি।

কাঁচামালের সহজলভ্যতা কোনো শিল্প গঠনের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া শ্রমিকের যোগান পর্যাপ্ত হলে শিল্পের উৎপাদন ও পরিচালনা সহজ হয়। আবার, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কোনো শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, শিল্পের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ বা কর্মচারীর সংখ্যার মাধ্যমে এর আকার নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বহুবিধ ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থেকে তার পরিচালনা ও বিকাশে কিছু উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পর্যাপ্ত মূলধন, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান ও উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা প্রভৃতি ঐসব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মূলধন ছাড়া ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব হয় না। আবার, কাঁচামাল সহজলভ্য হলে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনকাজ সহজ হয়ে যায়। আর শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও পরিচালনা অব্যাহত রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

https://teachingbd24.com

ফলে প্রতিষ্ঠানের সব কাজ সহজে সম্পন্ন হয় ও ব্যয় কমে যায়। এছাড়া পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি এর বিপণনও প্রয়োজন। এজন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদা বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হয়। এছাড়া শিল্পের বিকাশে পুঁজির সহজ যোগান, পরিবহন সুবিধা, বাজারের নৈকট্য সহায়ক ভূমিকা রাখে। অতএব, উপরিউক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে আমরা কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ করতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ইংল্যান্ড ফেরত জনাব সিয়াম ৫০ কোটি টাকা প্রাথমিক পুঁজি এবং ৩০০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়ে সিলেটে একটি চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। উক্ত কারখানা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে তিনি জাপান থেকে মেশিন আমদানি করে চা শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সঠিক উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিক্রয়মূল্য ঠিক করে প্রচুর মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন।

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-৬; আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ● প্রশ্ন-৬]

ক. ব্যবসায় সক্ষমতা যাচাই করতে হয় কখন? ১

খ. ম্যাক্রোস্ক্রিনিং ও মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। ২

গ. জনাব সিয়ামের শিল্পটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিল্পটি স্থাপনে প্রকল্প মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় শুরুর আগেই ব্যবসায় সক্ষমতা যাচাই করতে হয়।

খ ম্যাক্রোস্ক্রিনিং ও মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

ম্যাক্রোস্ক্রিনিং	মাইক্রোস্ক্রিনিং
১. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেসব উপাদান বা কার্যাবলি উদ্যোক্তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তাকে ম্যাক্রোস্ক্রিনিং বলে।	১. যেসব কাজের নিয়ন্ত্রণ উদ্যোক্তার আওতাভুক্ত তাকে মাইক্রোস্ক্রিনিং বলে।
২. এটি প্রকল্পের সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।	২. এটি প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করে।
৩. জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আইনগত পরিবেশ ম্যাক্রোস্ক্রিনিং-এর উপাদান।	৩. বাজার চাহিদা, কারিগরি দিক ও বাণিজ্যিক দিক মাইক্রোস্ক্রিনিং-এর উপাদান।

গ উদ্দীপকের জনাব রাজীবের শিল্পটি হলো উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার বেশি হয়। অন্যদিকে এর শ্রমিক সংখ্যা ২৫০ জন বা তার বেশি থাকে।

উদ্দীপকের জনাব রাজীব ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একটি চা প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃহৎ কারখানা স্থাপন করেন। উক্ত কারখানায় ৩০০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। এছাড়াও তার কারখানাতে প্রক্রিয়াজাত করে চা পাতা থেকে চা উৎপাদন করা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, উৎপাদন, মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় জনাব রাজীবের শিল্পটি হলো উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

ঘ উদ্দীপকের শিল্পটি স্থাপনে প্রকল্প মূল্যায়নের মাইক্রোস্ক্রিনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজকে সরাসরি প্রভাবিত করে, এমন শক্তি বা উপাদানসমূহকে নিয়ে এ পদ্ধতি গঠিত হয়। জনগোষ্ঠী, আর্থিক দিক, কারিগরি দিক প্রভৃতি উপাদানগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

ইংল্যান্ড থেকে ফিরে উদ্দীপকের জনাব রাজীব ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে একটি চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছে। পরবর্তীতে তিনি কারখানাটি আধুনিকীকরণ করেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফাও বেড়ে যায়।

জনাব রাজীব তার প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে প্রাথমিকভাবে মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যার ওপর জোর দেন। এ দুটি উপাদান প্রকল্প মূল্যায়নের মাইক্রোস্ক্রিনিং পদ্ধতির উপাদানগুলোর আওতাভুক্ত। জনসংখ্যা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে কী পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাবে। কারণ দক্ষ শ্রমিকই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আবার, আর্থিক দিক থেকে প্রকল্পের মূলধন বিনিয়োগ, অর্থায়নের উপায়, প্রকল্পের ব্যয় নিরূপণ ইত্যাদি জানা যায়। তিনি এ উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করেই কারখানাটি স্থাপন করেছেন। আর এ উপাদানগুলো মাইক্রোস্ক্রিনিং পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। তাই আমি মনে করি, উদ্দীপকের শিল্পটি স্থাপনে প্রকল্প মূল্যায়নের মাইক্রোস্ক্রিনিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ ফেরদৌসি আক্তার কুমিল্লায় বাস করেন। তিনি পরিবারের সদস্য ও কয়েকজন অভিজ্ঞ মহিলা কর্মী নিয়ে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে 'অজানা কারুপণ্য' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য দেশি ও বিদেশি রুচিশীল ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। *[ব্রাহ্মন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নরসিংদী ● প্রশ্ন-৭]*

ক. রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে কোনটি? ১

খ. শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণটি সম্পর্কে লেখো। ২

গ. ফেরদৌসি আক্তারের প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফেরদৌসি আক্তার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে শিল্প।

খ কাঁচামাল সহজলভ্য না হওয়াই শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।

সাধারণত যে এলাকায় যে ধরনের কাঁচামাল বেশি পাওয়া যায় সে এলাকায় ঐ জাতীয় কাঁচামালনির্ভর শিল্প বেশি গড়ে ওঠে। কাঁচামালের সহজলভ্যতা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তবে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যোগাযোগ অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণেও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকের ফেরদৌসি আক্তারের প্রতিষ্ঠানটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এটি পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে স্বল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া প্রয়োজন ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতা। এ শিল্পটি প্রতিষ্ঠায় পাঁচ লক্ষ টাকার কম মূলধন প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকের ফেরদৌসি আক্তার 'অজানা কারুপণ্য' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এখানে তার পরিবারের সদস্য ও কয়েকজন মহিলা কর্মী কাজ করে। এ ছাড়া পণ্য উৎপাদনে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে ফেরদৌসি আক্তারের প্রতিষ্ঠানটির মিল আছে। সুতরাং, ফেরদৌসি আক্তারের প্রতিষ্ঠানটি একটি কুটির শিল্প।

ঘ ফেরদৌসি আক্তার তার কুটির শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এ শিল্প সাধারণত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া মাথাপিছু আয়, জাতীয় উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের ফেরদৌসি আক্তার কুমিল্লায় বাস করেন। তিনি পরিবারের সদস্য ও কয়েকজন মহিলা কর্মী নিয়ে 'অজানা কারুপণ্য' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তারা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করেন। ফেরদৌসি আক্তার তার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য দেশি ও বিদেশি রুচিশীল ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন।

ফেরদৌসি আক্তার শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্য ও কয়েকজন মহিলার র্কসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এতে কাজ করে তাদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। অর্থাৎ তারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারছেন। আর এটি দেশের মাথাপিছু আয় বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। আবার, অন্যরাও তার সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে এমন শিল্প স্থাপন করবেন। এতে সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় উৎপাদন বাড়বে। এছাড়া তিনি বিদেশি নাগরিকদের কাছে পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অতএব, তারা ফেরদৌসি আক্তার তার প্রতিষ্ঠানের কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ছাত্ররা একটি সিমেন্ট কারখানায় গিয়ে দেখল কীভাবে সিমেন্ট তৈরি হয়। তারা অনেক পাথর দেখল। এ পাথরই সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল। *[এস.এম. মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ ● প্রশ্ন-৭; কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল ● প্রশ্ন-৭]*

ক. শ্রমঘন শিল্প কোনটি? ১

খ. বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছাত্রদের দেখা শিল্প কারখানাটি কোন ধরনের শিল্প? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে সিমেন্ট শিল্পের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প হলো শ্রমঘন শিল্প।

খ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির কারণ হলো সস্তা শ্রম ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা।

এদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিকের যোগান আছে। আবার, তাদের পারিশ্রমিকও অত্যন্ত কম, যা কম খরচে পোশাক উৎপাদন করতে সাহায্য করে। এছাড়াও এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও এদেশে সহজলভ্য। এসবই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির কারণ।

গ ছাত্রদের দেখা শিল্পটি হলো উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

এ শিল্প স্থাপনে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন খরচসহ ৩০ কোটি টাকার বেশি প্রয়োজন হয়। এ ধরনের শিল্পে ২৫০ জন বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োজিত থাকে।

উদ্দীপকের ছাত্ররা একটি কারখানা পরিদর্শনে যায়। তারা দেখল সেখানে সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। এমন শিল্প স্থাপনের জন্য ৩০ কোটি টাকার বেশি মূলধন প্রয়োজন হয়। এছাড়াও শিল্পটিতে উৎপাদন ও পরিচালনার জন্য ২৫০ জন বা তার বেশি শ্রমিককে কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। অন্যদিকে শিল্পটিতে উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেশি হয়। তাই উৎপাদন, মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে বলা যায় ছাত্রদের দেখা শিল্পটি হলো একটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

ঘ বাংলাদেশের জাতীয় উয়ন্নে সিমেন্ট শিল্পের অবদান ইতিবাচক।

সিমেন্ট শিল্প হলো উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প। যেকোনো বৃহৎ শিল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

উদ্দীপকের ছাত্ররা একটি সিমেন্ট কারখানা পরিদর্শনে যায়। তারা কারখানাটিতে সিমেন্ট উৎপাদনের প্রক্রিয়া দেখতে পায়। এছাড়া তারা উৎপাদনের কাঁচামাল পাথরও দেখতে পায়।

ছাত্রদের পরিদর্শিত সিমেন্ট কারখানাটি হলো একটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প। এ শিল্পে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। এতে কাজ করে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে। ফলে তাদের বেকারত্বও কমে যায়। এছাড়া শিল্পের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত (যেমন: বিপণন, পরিবহন প্রভৃতি) থেকে আরও অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অন্যদিকে শিল্পটি জাতীয় উৎপাদন ও আয় বাড়াতেও সাহায্য করে। আবার, বৃহৎ শিল্প হওয়ায় এ শিল্প থেকে সরকার করও অনেক বেশি পায়। ফলে দেশ আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। অতএব, বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে সিমেন্ট শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব রায়হান ও তার এলাকার তিন বন্ধু মিলে একটি ব্যাংক থেকে ২ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে একটি জিন্সের প্যান্ট তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। যেখানে তারা জিন্সের প্যান্ট তৈরি করবেন। তারা সেখানে ২৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করলেন। তারা অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকলের কাছে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পেলেন। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর ● প্রশ্ন-১১]*

ক. সার শিল্প কোন ধরনের শিল্প। ১

খ. পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে BSTI-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কারখানাটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব রায়হান ও তার বন্ধুরা কোন সুবিধাটির জন্য সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছিলেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার শিল্প হলো বৃহৎ শিল্প।

খ BSTI (Bangladesh Standards and Testing Institution) হলো পণ্যের মান নির্ধারণকারী ও মান নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠান। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা ইতিবাচক।

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে BSTI কাজ করে। এর নির্ধারিত মান অনুযায়ী যেকোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদনে বাধ্য থাকে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে পণ্যের মান তদারকি করে থাকে। ফলে পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত হয়।

গ উদ্দীপকের কারখানাটি হলো ক্ষুদ্র শিল্প।

উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ জন হয়।

উদ্দীপকে জনাব রায়হান ও তার বন্ধুরা মিলে একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানাটিতে জিন্স প্যান্ট তৈরি করা হয়। কারখানাটি স্থাপনে ২ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিনিয়োগকৃত অর্থ তারা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে, কারখানাটিতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ২৫ জন। সুতরাং মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় বলা যায় উদ্দীপকের কারখানাটি হলো ক্ষুদ্র শিল্প।

ঘ উদ্দীপকে জনাব রায়হান ও তার বন্ধুরা 'পুঁজির সহজলভ্যতা' সুবিধাটির জন্য সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছিলেন বলে আমি মনে করি।

যেকোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পুঁজি বা অর্থ প্রয়োজন হয়। সাধারণত ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুঁজি বা অর্থ সরবরাহ করে ব্যবসায় স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান ও তার বন্ধুরা জিন্স প্যান্ট তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। কারখানা স্থাপনের জন্য তাদের পুঁজির প্রয়োজন হয়। মূলধন সংগ্রহের জন্য তারা ব্যাংকে যান। কারখানাটি স্থাপনে তারা ব্যাংক থেকে ২ কোটি টাকা ঋণ নেন।

দেশের সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার বা অর্থবাজারের উপস্থিতি জনাব রায়হান ও তার বন্ধুদের ব্যাংক থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। পুঁজি বা অর্থ ছাড়া তারা কারখানাটি স্থাপন করতে পারতেন না। ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে তারা পুঁজি সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। দেশের অর্থ

Teachingbd24.com

ও ঋণের সরবরাহ সহজ ও পর্যাপ্ত বলেই তারা সহজে ঋণ পেয়েছেন। ফলে তারা কারখানাটি স্থাপন করতে পেরেছেন ও পরবর্তীতে সফলতা লাভ করেছেন। সুতরাং, 'পুঁজির সহজলভ্যতা' সুবিধাটির জন্যই জনাব রায়হান ও তার বন্ধুরা সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২৭ জনাব আফজাল হোসেন দীর্ঘ ১০ বছর ধরে গাজীপুরের একটি স্পিনিং মিলে চাকরি করেন। সুতা সম্পর্কে তিনি ভালো জানেন। তিনি এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নানান রঙ-বেরঙের সুতার ব্যবহার করে নিজ বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র মেয়ে ও পুত্রবধূর মাধ্যমে সুতার টুপি, ওয়ালম্যাট ও চাদর তৈরির ব্যবস্থা করেন। তার পরিবারের উৎপাদিত দ্রব্যাদি স্থানীয় বাজারে ব্যপক চাহিদা সৃষ্টি করে। তাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণ, শ্রমিক বাড়ানো ও বেশি দ্রব্যাদি তৈরি করেন।

[সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ ● প্রশ্ন- ৭]

ক. কুটির শিল্পের সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা কত? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কিভাবে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে? ২

গ. জনাব আফজাল হোসেন কোন ধরনের ব্যবসায় গড়ে তুলেছেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব আফজাল হোসেনের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্পের সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা পাঁচ লক্ষ টাকা।

খ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আকার সাধারণত ছোট হয়। এতে কাজও হয় তুলনামূলক হাল্কা ধরনের। ভারি শিল্পের মতো বেশি কায়িকশ্রমের প্রয়োজন হয় না। আর মহিলারা দক্ষতার সাথে এ কাজগুলো করতে পারে। এজন্যই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নারী শ্রমিকের চাহিদা বেশি।

গ উদ্দীপকের জনাব আফজাল হোসেন কুটির শিল্প গড়ে তুলেছেন।

এ শিল্প সাধারণত আকারে অতি ক্ষুদ্র হয়। এতে পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১০ জন শ্রমিক কাজ করে থাকে। অন্যদিকে এ ব্যবসায় স্থাপনে প্রয়োজনীয় মূলধন পাঁচলক্ষ টাকার কম হয়।

উদ্দীপকের জনাব আফজাল হোসেন তার পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে সুতার টুপি, ওয়ালম্যাট ও চাদর তৈরি করেন। এক্ষেত্রে তার পরিবারের সদস্যরাই মূল শ্রমিক। এতে তিনি তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। আর এ ধরনের শিল্প স্থাপনে তার পাঁচ লক্ষ টাকার কম মূলধন প্রয়োজন হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে কুটির শিল্পের মিল পাওয়া যায়। সুতরাং, জনাব আফজাল হোসেন কুটির শিল্প গড়ে তুলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আফজাল হোসেনের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বাড়াতে সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

কোনো ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবার চাহিদা বাড়লে সেটি বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। এতে ব্যবাসয়ের বিক্রয় ও মুনাফা বেড়ে যায়। তাই অতিরিক্ত মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বাড়াতে হয়।

উদ্দীপকের জনাব আফজাল তার পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় একটি কুটির শিল্প স্থাপন করেন। তাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় প্রসার, শ্রমিক বাড়ানো ও বেশি দ্রব্যাদি তৈরি করেন।

জনাব আফজাল হোসেন তার পণ্যের চাহিদা বাড়ার কারণে ব্যবসায় বাড়ালেন। এখন তিনি আরও বেশি পণ্য উৎপাদন করতে পারবেন। তাছাড়া, তিনি এর মাধ্যমে ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী আরও নিত্য নতুন পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হবেন। এতে ক্রেতারা তার পণ্য কিনতে আরও বেশি উৎসাহিত হবে। এতে তার বিক্রির পরিমাণও বেড়ে যাবে। ফলস্বরূপ তার মুনাফাও বাড়বে। উপরে উল্লিখিত যুক্তিগুলোর আলোকে আমি মনে করি, জনাব আফজাল হোসেনের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৮ শফিক ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে পাট চাষের জন্য বিখ্যাত ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর গ্রামে একটি পাট ও পাটজাত শিল্প স্থাপন করেন। তার বন্ধু রফিক সমপরিমাণ বিনিয়োগ করে একই ধরনের শিল্প স্থাপন করলেন রাজশাহী অঞ্চলে যেখানে আখ চাষ বেশি হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে শফিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি রফিকের প্রতিষ্ঠানের থেকে বেশি মুনাফা করে। *[সেন্ট যোসেফস স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর ● প্রশ্ন-৬]*

ক. ব্যাপক অর্থে শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ১

খ. সেবা শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিনিয়োগের মাপকাঠিতে শফিকের ব্যবসায়টি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শফিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে বেশি মুনাফা হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাপক অর্থে শিল্পকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সহায়ক তথ্য

১. উৎপাদনমুখী এবং ২. সেবামূলক শিল্প।

খ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কাজ করা হয় তাকে সেবা শিল্প বলে।

সেবা শিল্পকে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই চারভাগে ভাগ করা হয়। তাছাড়া এটির বিনিয়োগের পরিমাণ উৎপাদনমুখী শিল্পের তুলনায় কম। মৎস্য আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, বিনোদন শিল্প, হর্টিকালচার, ফুল চাষ, পর্যটন ও সেবা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, প্রভৃতি সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ বিনিয়োগের মাপকাঠিতে উদ্দীপকের শফিকের ব্যবসায়টি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

মাঝারি শিল্প স্থাপনে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ শিল্পে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। এশিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র শিল্প অপেক্ষা বেশি হয়।

উদ্দীপকের শফিক পাট চাষের জন্য বিখ্যাত ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর গ্রামে একটি পাট ও পাটজাত শিল্প স্থাপন করেন। এটি প্রতিষ্ঠায় তার ১১ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হয়। আর এমন প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। তার প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমাণ মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, বিনিয়োগের মাপকাঠিতে শফিকের ব্যবসায়টি মাঝারি শিল্প।

ঘ উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এং কাঁচামালের সহজলভ্যতা শফিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানটির বেশি মুনাফা হওয়ার কারণ বলে আমি মনে করি।

ব্যবসায় স্থাপনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আবার, কাঁচামালের সহজলভ্যতাও ব্যবসায়ের সফলতার ভূমিকা রাখে। উভয় বিষয়ই ব্যয় কমায় এবং বিক্রি ও মুনাফা বাড়ায়।

উদ্দীপকের শফিক ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে পাট চাষের বিখ্যাত গ্রাম ফুলপুরে একটি পাট ও পাটজাত শিল্প স্থাপন করেন। তার বন্ধু রফিক একই পরিমাণ বিনিয়োগ করে অনুরূপ শিল্প রাজশাহী অঞ্চলে স্থাপন করলেন। ঐ অঞ্চলে আখ চাষ বেশি হয়। এতে শফিকের শিল্পে মুনাফা বেশি হয়।

শফিক পাট চাষ ভালো হয় এমন জায়গায় তার শিল্পটি স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছেন। আবার ঐ এলাকাতেই ভালোমানের পাট তিনি সহজেই পাচ্ছেন। এতে তার কাঁচামাল পরিবহন ব্যয় কমে যাচ্ছে। এ সুবিধার মাধ্যমে তিনি স্বল্প খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারছেন। ফলে, তার পণ্যের বিক্রয়মূল্যও কম রাখতে পারছেন। ফলস্বরূপ ক্রেতারা তার পণ্য বেশি কিনছেন বলে তার মুনাফাও বেশি হচ্ছে। তাই আমি মনে করি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতাই শফিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেশি মুনাফা হওয়ার কারণ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৯ "বাংলাদেশে ফিনিশড লেদার" জুতা, ব্যাগসহ নানা ধরনের চামড়াজাতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রতি বছর আয় করেছে হাজার কোটি ডলার। এখানে কাজ করেছে প্রায় ৩৫০ জন শ্রমিক।

[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ● প্রশ্ন-৩]

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. "ব্যবসায়" সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার কোন ধরনের শিল্প তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার"— এর অর্থনৈতিক অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত সম্পদকে কারখানায় যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে শিল্প বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈধভাবে পরিচালিত যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকে (যেমন: উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি) ব্যবসায় বলে।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও কেনা-বেচা করা হয়। উৎপাদনের ফলে সম্পদ অব্যবহৃত থাকে না। ফলে সম্পদের অপচয় কমে যায়। আবার, ব্যবাসায়ের মাধমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বেড়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

গ উদ্দীপকের'বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার' উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

উৎপাদনমুখী শিল্পে সাধারণত পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। আর, এ ধরনের বৃহৎ শিল্পে মূলধনের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকার বেশি হয়। অন্যদিকে এমন শিল্পে ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে।

উদ্দীপকের'বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার' চামড়াজাতীয় পণ্য (জুতা, ব্যাগ, প্রভৃতি) উৎপাদন করে। উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি ডলার আয় করে। টাকার অঙ্কে তা ৩০ কোটির বেশি। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের সাথে মিলে যায়। সুতরাং, উৎপাদন, মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় 'বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার' উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

ঘ উদ্দীপকের'বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার'- এর অর্থনৈতিক অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে গতিশীল করে। এর মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। আবার, এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের"বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার" জুতা, ব্যাগসহ বিভিন্ন চামড়াজাতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে। এতে প্রতিবছরে তারা হাজার কোটি ডলার আয় করছে। আবার, এখানে কাজ করছে প্রায় ৩৫০ জন শ্রমিক।

'বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার' প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৫০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে কর্মরত শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। ফলে দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ও বাড়ছে। আবার, প্রতিষ্ঠানটি পণ্য রপ্তানি করে বছরে হাজার কোটি ডলার আয় করছে। এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। ফলে দেশের মোট জাতীয় আয় বাড়ছে। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক চাকা গতিশীল হচ্ছে। তাই আমি মনে করি, 'বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার' এর অর্থনৈতিক অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩০ জনাব গাজির ফুলবাড়ি গেটে একটি সু কারখানা আছে। তার কারখানায় মোট সম্পদের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা এবং উক্ত কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১৫০ জন। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য তিনি খুলনা শহরের আরো অনেক স্থানে তার কারখানার শাখা খুলতে চান। এতে তার আরো ১৫ কোটি টাকা খরচ হবে এবং আরো ১৫০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে।

[কসবা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ● প্রশ্ন-৭]

ক. দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক কোন শিল্প? ১

খ. উৎপাদনমুখী বৃহৎশিল্প বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব গাজির শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব গাজি কোন ধরনের শিল্পের কথা ভাবছেন? তার এরূপ ভাবার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক হলো কুটির শিল্প।

খ যে শিল্প উৎপাদনের সাথে জড়িত এবং আকারে অনেক বড় তাকেই উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প বলে।

এ শিল্পে সাধারণত এক সাথে অনেক পণ্য উৎপাদন করা হয়। এই শিল্পে জমি ও কারখানা ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার বেশি হয়। আবার এমন শিল্পে ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকে। সিমেন্ট, চামড়া, সার প্রভৃতি এ শিল্পের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে জনাব গাজির শিল্পটি হলো উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প।

এ শিল্প পণ্য সামগ্রি তৈরি বা প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত। এ শিল্পে ১০ থেকে ৩০ কোটি টাকা মূলধন দরকার হয়। অন্যদিকে এই শিল্পে ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

উদ্দীপকে জনাব গাজির একটি সু কারখানা আছে। কারখানাটিতে জুতা তৈরি করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় এটি উৎপাদনমুখী শিল্প। আবার, তার কারখানায় মোট সম্পদের পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্পের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, জনাব গাজির প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনমুখী মাঝারি শিল্প।

ঘ উদ্দীপকে জনাব গাজি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের কথা ভাবছেন বলে আমি মনে করি।

এ ধরনের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ৩০ কোটি টাকার বেশি মূলধন প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, এমন শিল্পে ২৫০ জন বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব গাজির সু তৈরির একটি কারখানা আছে। এটি প্রতিষ্ঠায় তিনি ২০ কোটি টাকা মূলধন দিয়েছেন। কারখানাটিতে শ্রমিকের সংখ্যা ১৫০ জন। তিনি ব্যবসায় বাড়ানোর জন্য আরো ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চান। এছাড়াও ১৫০ জন শ্রমিক অতিরিক্ত নিয়োগ করবেন।

উদ্দীপকে জনাব গাজির প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে উৎপাদনমুখী মাঝারি আকারের শিল্প। তিনি ব্যবসায়ে আরও ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চান। এতে মোট মূলধন হবে (২০ + ১৫) = ৩৫ কোটি টাকা। আবার, ১৫০ জন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ দিবেন। ফলে মোট শ্রমিক সংখ্যা হবে (১৫০ + ১৫০) = ৩০০ জন। অর্থাৎ নতুন করে ব্যবসায়ের পরিধি হবে ৩৫ কোটি টাকা মূলধন ও ৩০০ জন শ্রমিক। আর এটি মাঝারি থেকে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হবে। তাই আমি মনে করি, জনাব গাজি এ শিল্পের কথাই ভাবছেন।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩১ প্রমা তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মোম আর শোপিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে বেশ ভালোই মুনাফা অর্জন করছে। তার কাজটি দেখে প্রতিবেশী বেকার আর্শিফা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুরূপ একটি কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেন। *[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্তঃ উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-৭]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে বাজার তথ্য বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রতিবেশী আর্শিফার কারখানা স্থাপনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রমা ও আর্শিফার স্থাপিত শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য"— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি থেকে পাওয়া সম্পদ কারখানায় যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করাকেই শিল্প বলে।

খ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বাজার তথ্য বিবেচনা করা অপরিহার্য। বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা আছে, কোথায় এবং কীভাবে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ করা হবে এবং সরকারি নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাবলি জানা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অত্যন্ত জরুরি। তাই সঠিক বাজার তথ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

গ উদ্দীপকের প্রতিবেশী আর্শিফার কারখানা স্থাপনের জন্য মূলধন সংস্থান বাজার চাহিদা নির্ধারণ, কারিগরি দক্ষতা অর্জন প্রভৃতি পদক্ষেপ নিতে হবে।

ব্যবসায় স্থাপনের জন্য মূলধন অপরিহার্য উপাদান। আবার, বাজার চাহিদা না জানলে করলে উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে কারিগরি দক্ষতা ছাড়া মানসম্মত পণ্য উৎপাদন কঠিন হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের প্রমা মোম ও শোপিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে বেশ ভালোই মুনাফা অর্জন করেছে। তার কাজে উৎসাহিত হয়ে প্রতিবেশী আর্শিফাও অনুরূপ একটি কারখানা স্থাপন করতে চান। এজন্য প্রথমে তাকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে হবে। কারণ মূলধন ছাড়া ব্যবসায় স্থাপন করা যায় না। আবার তাকে উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। এতে বাজার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে পারবেন। ফলে তিনি উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। অন্যদিকে কারিগরি দক্ষতাও তাকে অর্জন করতে হবে। ফলস্বরূপ তিনি মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করতে পারবেন। সুতরাং, আর্শিফাকে উপরোল্লিখিত পদক্ষেপগুলো নিতে হবে।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রমা ও আর্শিফার স্থাপিত কুটির শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য' — উক্তিটির সাথে আমি একমত।

পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় অল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতায় কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। এতে ৫ লক্ষ টাকার কম মূলধন প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকের প্রমা তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মোম ও শোপিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। এতে তার ভালোই মুনাফা হয়। তার কাজটি দেখে প্রতিবেশী বেকার আর্শিফাও উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুরূপ একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রমা ও আর্শিফা তাদের নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে কাজ করে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন। এছাড়াও এ শিল্পের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে আরও অনেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। আবার, তার সফলতায় উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসবে। ফলে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এটি দেশের বেকারত্ব ও দরিদ্রতা কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এই যুক্তিগুলোর আলোকে আমি উক্তিটির সাথে একমত যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রমা ও আর্শিফার গঠিত কুটির শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶৩২ জনাব শাহেদ ও তার দুই বন্ধু মিলে একটি আটা, ময়দা, সুজি ও সেমাই এবং বেকারির পণ্য তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ কারখানায় জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৩৫ কোটি টাকা এবং ৩৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

[আগ্রাবাদ সরকারি কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ● প্রশ্ন-৯]

ক. সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল কী? ১

খ. ক্ষুদ্র শিল্প বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শিল্পকে বোঝানো হয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব শাহেদের পদক্ষেপটি কতটুকু যৌক্তিক-মতামত দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল হলো চুনাপাথর।

খ ক্ষুদ্র শিল্প হলো ক্ষুদ্রায়তনের শিল্প।

উৎপাদনমুখী যে শিল্পের মূলধন ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ জনে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। অন্যদিকে সেবামূলক ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা ১০-২৫ জনে সীমাবদ্ধ থাকে।

গ উদ্দীপকে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পকে বোঝানো হয়েছে।

উৎপাদনমুখী শিল্প পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে। এধরনের বৃহৎ শিল্পে ৩০ কোটি টাকার বেশি মূলধন প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, এমন শিল্পে ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব শাহেদ ও তার দুই বন্ধু মিলে একটি আটা, ময়দা, সুজি ও সেমাই এবং বেকারি পণ্য তৈরির কারখানা দিলেন। এখানে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, এটি একটি উৎপাদনমুখী শিল্প। আবার, তাদের প্রতিষ্ঠানের জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৩৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে এটিতে ৩৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, উদ্দীপকে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের জনাব শাহেদের পদক্ষেপ অত্যন্ত যৌক্তিক।

ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থাপনের মাধ্যমে দেশে বিপুল মানুষের কাজের ব্যবস্থা তৈরি হয়। এটি জাতীয় আয় বাড়াতে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতি গতিশীল হয়। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশি হলে অর্থনীতিও মজবুত হয়।

উদ্দীপকের জনাব শাহেদ তার দুই বন্ধুর সাথে আটা, ময়দা, সুজি এবং বেকারি পণ্য তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানাটিতে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৩৫ কোটি টাকা। এছাড়া এটিতে ৩৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

জনাব শাহেদের ব্যবসায়টিতে ৩৫০ জন শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ, এতে কাজ করে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারছে। আবার, এর সাথে পরোক্ষভাবে (যেমন: বিপণন, পরিবহন প্রভৃতি) জড়িত থেকে আরও অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অন্যদিকে শিল্পটি জাতীয় উৎপাদন ও আয় বাড়াতেও ভূমিকা রাখছে। আবার, শিল্পটি বৃহৎ হওয়ায় এটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অতএব, অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনাব শাহেদের ব্যবসায়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৩ রাজু সাভার (EPZ) ই.পি.জেড-এ একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করে। তার মতো আরো পাঁচশ থেকে ছয়শ পুরুষ ও মহিলা সেখানে কাজ করে। এখানে সে কাজ করতে এসে জানল, দেশের রপ্তানি আয়ের অধিকাংশ এ শিল্প থেকে অর্জিত হয়।

[হাটহাজারী পার্বতী মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ● প্রশ্ন-৭]

ক. কুটির শিল্পের প্রধান কর্মী কে? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বাজারের নৈকট্য প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাজু সাভারে যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সেটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে কীরূপ অবদান রাখে? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবারের সদস্যরাই হলো কুটির শিল্পের প্রধান কর্মী।

খ বাজারের কাছাকাছি অবস্থানই হলো বাজারের নৈকট্য।

কুটির শিল্প প্রধানত পরিবারভিত্তিক শিল্পকর্ম। কুটির শিল্প বিকাশের জন্য বাজারের নৈকট্য প্রয়োজন। কারণ বাজারের নৈকট্য উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বিপণনে সহায়তা করে। আবার কাঁচামাল ক্রয়ের জন্যও বাজার কাছাকাছি থাকা উচিত। ফলে কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

গ উদ্দীপকের রাজু সাভার EPZ-এর যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সেটি একটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

এ শিল্প প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের দাম ৩০ কোটি টাকার বেশি হয়। এ শিল্পে ২৫০ জন বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে। এছাড়া এর আকারও বড় হয়।

উদ্দীপকের রাজু সাভার EPZ-এ একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ করে। ঐ প্রতিষ্ঠানে আরও ৫০০ থেকে ৬০০ শ্রমিক কাজ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে ৩০ কোটি টাকার বেশি মূলধন প্রয়োজন হয়। শিল্পটির এসব বৈশিষ্ট্য উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রাজু সাভার EPZ-এ যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সেটি একটি উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প।

ঘ উদ্দীপকের উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পটি দেশের অর্থনীতিতে কার্যকরী অবদান রাখে বলে আমি মনে করি।

দেশের অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্পের ভূমিকা দিন দিন বাড়ছে। কারণ এর আকার অনেক বড়। তাছাড়া, এ রকম শিল্প থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়।

উদ্দীপকের রাজু সাভার EPZ-এ একটি পোশাক তৈরির কারখানায় চাকরি করে। শিল্পটিতে তার মতো আরও অনেক মানুষ সেখানে কাজ করে। এ শিল্পটি থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের অধিকাংশ অর্জিত হয়।

শিল্পটি বৃহৎ শিল্প হিসেবে অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ধরনের শিল্পে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে বেকারত্বের হার কমাতেও এটি সাহায্য করে। শিল্পটির সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে (যেমন: পরিবহন, বিপণন ইত্যাদি) আরও অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তাছাড়া এ শিল্পের তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও জাতীয় আয় বেড়ে যায়। এটি সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করে, যা জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। অতএব, সাভারের পোশাক শিল্পের কারখানাটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶৩৪ জনাব শফিক শাহ 'শাহ গার্মেন্টস' শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে ২৫১ জন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছে। তার কারখানার জমি এবং ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তার এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশ সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে পরিচিত।

[সিলেট মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ● প্রশ্ন-৩]

ক. নেতৃত্ব কাকে বলে? ১

খ. 'গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বিনিয়োগের মাপকাঠিতে জনাব শফিক শাহের শিল্পের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লেখিত শিল্পের মতো বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতসমূহ চিহ্নিত করে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মীদের প্রভাবিত করে তাদের সর্বাধিক সামর্থ্য কাজে লাগানোর চেষ্টাকে নেতৃত্ব বলে।

খ যে নেতৃত্বে নেতা অধস্তনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে কাজ পরিচালনা করেন, তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।

এক্ষেত্রে নেতা সব ক্ষমতা নিজের হাতে না রেখে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অধস্তনদের কাছে ছেড়ে দেন। এছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অধস্তনদের সাথে পরামর্শ করেন। এতে নেতার প্রতি অধস্তনদের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। ফলে এরূপ নেতার প্রতি তারা সন্তুষ্ট থাকেন। এতে কর্মীদের কাজের প্রতি মনোবল বাড়ে ফলে তারা সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন।

গ বিনিয়োগের মাপকাঠিতে উদ্দীপকের জনাব শফিক শাহের শিল্পের ধরন হলো উৎপাদানমুখী বৃহৎ শিল্প।

সাধারণত উৎপাদনমুখী শিল্প পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে। এ ধরনের বৃহৎ শিল্পে ৩০ কোটি টাকার বেশি মূলধন প্রয়োজন। এছাড়া এমন শিল্পে ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে।

উদ্দীপকের জনাব শফিক শাহ একটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে কারখানার জমি ও ভবন ছাড়া অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকা। আবার, প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫১ জন শ্রমিক কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্পের মিল আছে। সুতরাং, জনাব শফিক শাহ উৎপাদনমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ঘ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পর্যটন শিল্প, আইসিটি পণ্য ও সেবা, তৈরি পোশাক প্রভৃতি বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাত।

সম্ভাবনাময় শিল্পে ভবিষ্যতে উন্নয়ন করার সম্ভাবনা আছে। বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে এমন শিল্প চিহ্নিত করা যায়।

উদ্দীপকের জনাব শফিক শাহ 'শাহ গার্মেন্টস' শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার প্রতিষ্ঠানে ২৫১ জন শ্রমিক কাজ করে। তার কারখানায় জমি এবং ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের দাম ৫০ কোটি টাকা। এটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ শিল্পটি বাংলাদেশের পক্ষে বেশ সম্ভাবনাময়।

জনাব শফিক শাহের প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস অর্থাৎ তৈরি পোশাক শিল্পটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পও বেশ সম্ভাবনাময়। কারণ বাংলাদেশে এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার, আমাদের দেশে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের কারণে পর্যটন শিল্পও সম্ভাবনাময়। এছাড়া বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ হওয়ায় আইসিটি শিল্পে উন্নয়ন করারও সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে অটোমোবাইলের মতো ভারী শিল্পের ক্ষেত্রও বেশ উপযোগী। এছাড়া জনশক্তি রপ্তানি, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, চামড়া শিল্প, হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রভৃতি শিল্পও সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জনাব সুমন স্নাতক পাস করে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেতের চেয়ার ও ঝুড়ি বানানো শুরু করেন। এ কাজে তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে তাকে সাহায্য করে এবং তিনি বেশ সফলতা অর্জন করেন।

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন-৫]

ক. উৎপাদনের বাহন কী? ১

খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমনের কাজটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুমনের শিল্পটি কীভাবে বেকার জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের বাহন হলো শিল্প।

খ শিল্পের সম্প্রসারণ এবং নতুন উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়াই হলো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

একজন উদ্যোক্তা তার সৃজনশীলতা দিয়ে সবসময় ব্যবসায়ের নতুন ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ব্যবসায় বাড়ানোর চেষ্টা করেন। ফলে সেখানে অনেক লোকের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। এভাবে অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে বেকারত্বের হার কমে। এভাবে উদ্যোক্তা শিল্পের প্রসার ও নতুন ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে ।

গ জনাব সুমনের কাজটি হলো কুটির শিল্প।

এ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১০ জন হয়।

জনাব সুমন তার বন্ধুর পরামর্শে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বেতের সোফা, চেয়ার ও ঝুড়ি তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তার এ কাজে পরিবারে তিন জন সদস্য সাহায্য করে। অর্থাৎ, তার কাজটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের। আবার, এ ধরনের ব্যবসায়ে সাধারণত ৫ লক্ষ টাকার কম মূলধন প্রয়োজন হয়। তার শিল্পটির বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব সুমন কুটির শিল্পে নিয়োজিত আছেন।

ঘ জনাব সুমনের কুটির শিল্পটি কাজের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীকে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে।

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কাজের সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ সুযোগ বেকারত্বের হার কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া দরিদ্রতা কমাতেও নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা জরুরি।

উদ্দীপকের জনাব সুমন বেকার ছিলেন। পরবর্তীতে বন্ধুর পরামর্শে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি কুটির শিল্প স্থাপন করেন। এটি থেকে বেতের পণ্য তৈরি করা হয়। আবার, তার প্রতিষ্ঠানে তার পরিবারের সদস্যরাও কাজের সুযোগ পান। এখন তিনি বেশ সফল ব্যবসায়ী।

জনাব সুমন শিল্পটি স্থাপনের মাধ্যমে তার নিজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারছেন। এতে তাদের বেকারত্বের সমস্যার সমাধান হয়েছে। আবার তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ আরও অনেক মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও এমন কাজের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে অনেক মানুষ নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। অতএব, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে জনাব সুমনের কুটির শিল্পটি বেকার জনগোষ্ঠীকে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ সুলতান একজন বেকার লোক। তার প্রতিবেশী বন্ধুর পরামর্শে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেতের চেয়ার ও ঝুড়ি বানানো শুরু করেন। এ কাজে পরিবারের আরও দু-চারজন সদস্য তাকে সাহায্য করে এবং সে বেশ সফলতা অর্জন করে।

[আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট ● প্রশ্ন-৮; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা ● প্রশ্ন-৯]

ক. শ্রমঘন শিল্প কোনটি? ১

খ. কুটির শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুলতানের কাজটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুলতানের শিল্পটি কীভাবে বেকার জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প হলো শ্রমঘন শিল্প।

খ স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সহায়তায় কুটির শিল্প পরিচালিত হয়।

এসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১০-এর বেশি হতে পারে না।

গ উদ্দীপকের সুলতানের কাজটি হলো কুটির শিল্প।

এ শিল্পে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়াও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। এ শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১০ জন হয়।

উদ্দীপকের সুলতান তার বন্ধুর পরামর্শে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে বেতের চেয়ার ও ঝুড়ি তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তার এ কাজে পরিবারে দুই-চারজন জন সদস্য সাহায্য করে। অর্থাৎ, তার কাজটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের। আবার, এ ধরনের ব্যবসায়ে সাধারণত ৫ লক্ষ টাকার কম মূলধন প্রয়োজন হয়। তার শিল্পটির বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর মিল আছে। সুতরাং, সুলতান কুটির শিল্পে নিয়োজিত আছে।

ঘ উদ্দীপকের সুলতানের কুটির শিল্পটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীকে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে।

নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। তাই এটি বেকারত্বের হার কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া দরিদ্রতা কমাতেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা জরুরি।

উদ্দীপকের সুলতান বেকার ছিলেন। পরবর্তীতে বন্ধুর পরামর্শে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি কুটির শিল্প স্থাপন করেন। এখানে বেতের পণ্য তৈরি করা হয়। আবার, তার প্রতিষ্ঠানে তার পরিবারের সদস্যরাও কাজের সুযোগ পান। এখন তিনি বেশ সফল ব্যবসায়ী।

সুলতান শিল্পটি স্থাপনের মাধ্যমে তার নিজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে তারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারছেন। এতে তাদের বেকারত্বের সমাধান হয়েছে। আবার তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ আরও অনেক মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও এমন কাজের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে অনেক মানুষ নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। অতএব, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করে সুলতানের কুটির শিল্পটি বেকার জনগোষ্ঠীকে দরিদ্রতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব হাজেরার স্বামীর সামান্য আয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হয়। তাই তিনি পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হন। তার এ কাজের জন্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং জনবল সর্বোচ্চ ১০-এর বেশি নয়।

[বর্ডার গার্ড পাবলিক হাই স্কুল, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ● প্রশ্ন-১১]

ক. বাংলাদেশে কত সালে জাতীয় শিল্পনীতি আইন প্রণীত হয়? ১

খ. সেবা শিল্প বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব হাজেরার আয়বর্ধক কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিবারের সচ্ছলতা বাড়নো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে জনাব হাজেরার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০১০ সালে জাতীয় শিল্পনীতি আইন প্রণীত হয়।

খ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কাজ করা হয় তাকে সেবা শিল্প বলে।

সেবা শিল্পকে কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এই চারভাগে ভাগ করা হয়। তাছাড়া এটির বিনিয়োগের পরিমাণ উৎপাদনমুখী শিল্পের তুলনায় কম। মৎস্য আহরণ, নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, বিনোদন শিল্প, হর্টিকালচার, ফুল চাষ, পর্যটন ও সেবা, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, প্রভৃতি সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকের জনাব হাজেরার আয়বর্ধক কাজটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ছোট জায়গা, স্বল্প মূলধন এবং পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। এ ধরনের শিল্পে মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। আবার শ্রমিক সংখ্যা পরিবারের সদস্যসহ ১০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকের জনাব হাজেরা আয় বাড়ানোর জন্য একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তার কাজে পরিবারের সদস্যরা সহায়তা করেন। আর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। এছাড়াও শিল্পটির সর্বোচ্চ শ্রমিক সংখ্যা ১০ জন। তার প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্যগুলো কুটির শিল্পের সাথে মিলে যায়। সুতরাং, আকার, মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনায় জনাব হাজেরার কাজটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের পরিবারের সচ্ছলতা বাড়ানো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে জনাব হাজেরার প্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পটির গুরুত্ব অত্যন্ত ইতিবাচক বলে আমি মনে করি।

কুটির শিল্পটি সাধারণত পরিবারভিত্তিক শিল্প। এটি প্রতিষ্ঠায় মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। এছাড়া এর সর্বোচ্চ জনবল ১০ জনের কম থাকে।

উদ্দীপকের জনাব হাজেরার স্বামীর আয় অনেক কম। তাই তিনি আয় বাড়ানোর জন্য নিজেই কাজ শুরু করেন। এতে তার পরিবারের সদস্যরাই সাহায্য করে। এছাড়াও শিল্পটি স্থাপনে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম।

জনাব হাজেরা তার শিল্পটি স্থাপনের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। এতে কাজ করার মাধমে তার পরিবারের আয় বাড়বে। এতে তার আর্থিক সচ্ছলতা আসবে; যা জীবনমান বাড়াতে সহায়তা করবে। আবার তার সফলতায় উৎসাহী হয়ে আরও অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসবে। ফলে আরও বেশি বেকার মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এটি সার্বিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই আমি মনে করি, পরিবারের সচ্ছলতা বাড়ানো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে জনাব হাজেরার প্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পটির গুরুত্ব অত্যন্ত ইতিবাচক।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ চম্পা বেগম মাটি দিয়ে মেয়েদের নানারকম গয়না যেমন— গলার মালা, চুড়ি ও কানের দুল তৈরি করেন। এগুলো বিভিন্ন বিপণি বিতানে এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টলে সরবরাহ করেন। এতে তিনি অনেক লাভবান হন। তার পণ্যের প্রচুর চাহিদা থাকায় তিনি বিসিক এলাকায় একটি বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

[বরিশাল জিলা স্কুল ● প্রশ্ন-১১]

ক. বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক কোনটি? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কেন স্থানীয় চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে চম্পা বেগম কোন শিল্পে নিয়োজিত ছিল? ৩

ঘ. চম্পা বেগম বিসিক এলাকায় কোন ধরনের শিল্প গড়ে তুলতে পারেন বলে তুমি মনে করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুটির শিল্প বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক।

খ ধরন অনুযায়ী এ শিল্প স্থানীয় চাহিদার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য স্থানীয় চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা ছাড়া এ শিল্পের নিয়মিত উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার স্থানীয় বা দেশীয় ক্রেতাও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়ানোর জন্য ভূমিকা রাখে। তাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্থানীয় চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ।

গ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে উদ্দীপকের চম্পা বেগম কুটির শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন।

এ শিল্পে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্বল্প মূলধন ও সীমিত আয়তনে, ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে। এর মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম হয়। কুটির শিল্প দরিদ্রতা নিরসনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকের চম্পা বেগম মাটি দিয়ে বিভিন্ন রকম গয়না, যেমন: গলার মালা, চুড়ি ও কানের দুল প্রভৃতি তৈরি করেন। পণ্যগুলো তিনি বিভিন্ন বিপণি বিতানে এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে সরবরাহ করেন। এ ধরনের ব্যবাসয়ে সাধারণত পরিবারের সদস্যরা সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া, এ ধরনের ব্যবসায়ের মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার কম হয়ে থাকে। সুতরাং, পণ্যের প্রকৃতি, মূলধন ও শ্রমিকের প্রকৃতি বিবেচনায় বলা যায়, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে চম্পা বেগম কুটির শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের চম্পা বেগম বিসিক এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে পারেন বলে আমি মনে করি।

উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা ২৫ থেকে ৯৯ জনে সীমাবদ্ধ থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প বিসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা লাভজনক।

উদ্দীপকের চম্পা বেগম একটি কুটির শিল্পের মালিক। তিনি মাটি দিয়ে বিভিন্ন গয়না তৈরি করেন। উৎপাদিত গয়না তিনি বিভিন্ন স্টলে সরবরাহ করেন এতে তিনি অনেক লাভবান হন। তার পণ্যের প্রচুর চাহিদা থাকায় বিসিক এলাকায় একটি বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

চম্পা বেগম বর্তমানে কুটির শিল্পের মালিক। তিনি বিসিক এলাকায় একটি বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান। এতে তার ব্যবসায় ক্ষুদ্র শিল্পে রূপান্তরিত হবে। কুটির শিল্প থেকে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করা তুলনামূলক সহজ। কারণ মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন তার পক্ষে সংগ্রহ করা এখন সম্ভব নয়। আবার তার উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতিও মাঝারি বা বৃহৎ শিল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আমি মনে করি, চম্পা বেগম বিসিক এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে পারেন।

https://teachingbd24.com